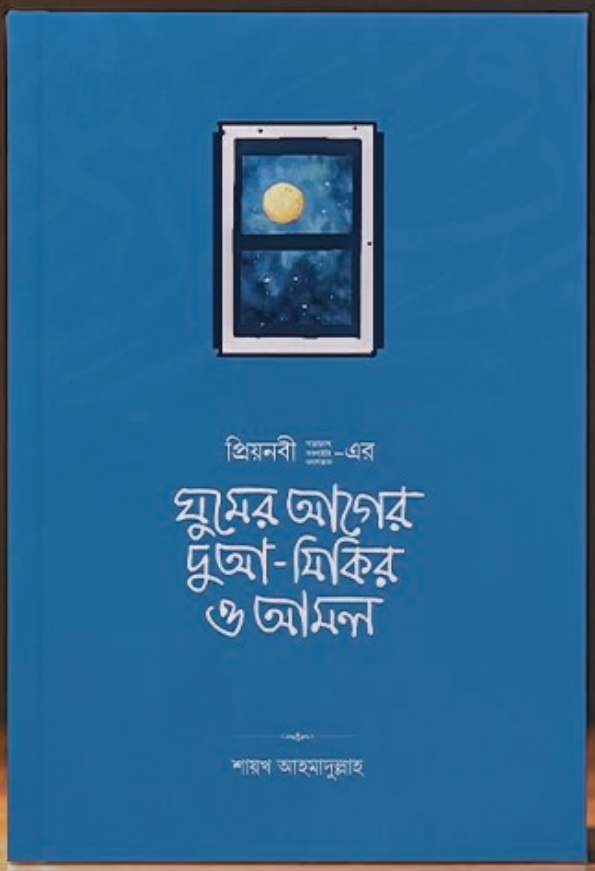
বর্ষ ০১ । সংখ্যা ০৪

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন নিউজলেটার

অগ্রযাত্রা

নভেম্বর ২০২৬



ঘুম যেভাবে ইবাদত হয়ে ওঠে



ঘর পেলেন, এবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পালা

উপদেষ্টা
শায়খ আহমাদুল্লাহ

তত্ত্বাবধায়ক
সাব্বির আহমদ

সম্পাদক
আবুল কাসেম আদিল

প্রতিবেদক
মো. জান্নাতুল নাঈম
মুজিব হাসান

পৃষ্ঠাসজ্জা
মো. মুমিনুল ইসলাম

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের
প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত।

গৃহজীবী প্রাণী হিসেবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মাথার ওপর একটি নিরাপদ ছাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক মানুষ এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। আশ্রয়হীনতা শুধু মাথা গোঁজার বিষয় নয়; এটি নিরাপত্তা, সম্মান আর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখার সাহসকেও কেড়ে নেয়।

এ মাসের অগ্রযাত্রার পাতায় পাতায় রয়েছে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার গল্প। রংপুরের পীরগাছায় নুরনবী ও তার মা এখন সবুজ টিনের নতুন ঘরে থাকেন। কাউনিয়ার হোসেন আলী স্ত্রী–সন্তানের অবহেলা পেরিয়ে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে নতুন আশ্রয় পেয়েছেন। বৃষ্টির দিনে ঘরের ভেতরে ভিজে যাওয়ার কষ্ট তার আর নেই। তিনি বলেছেন, 'এখন আমরা সুখে আছি।'

কিন্তু ঘর পাওয়া গল্পের শেষ নয়, অনেকের গল্পের শুরু। নুরনবী নিরাপদ ঘর পেয়েছেন, তবু মুয়াযযিনের সামান্য বেতনে সংসার চলে না। তাই স্বাবলম্বী প্রকল্পের সহায়তায় তিনি বাড়ির পাশেই মুদি দোকান দিচ্ছেন। মিস্ত্রির খরচ বাঁচাতে নিজেই হাতুড়ি–পেরেক হাতে নেমেছেন। একই প্রকল্পের সহায়তায় রানী বেগম স্বামীকে হারানোর পর স্থবির হয়ে পড়া খাবারের ব্যবসাটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আবার চালু করেছেন। মাছ–ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামও সব হারিয়ে নতুন করে শুরুর স্বপ্ন দেখছেন।

নিরাপদ আশ্রয়, জীবিকার পুঁজি আর দক্ষতার প্রশিক্ষণ একই ধারাবাহিকতার তিনটি ধাপ। স্কিল ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ ব্যাচের ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী বুফে আয়োজনে রান্নার দক্ষতা দেখিয়েছেন। ওয়েল্ডিং কোর্সের শিক্ষার্থীরা শিপইয়ার্ডে গিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্র দেখেছেন। ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ২১৪ জন ইমাম–খতীব প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরেছেন নিজ নিজ এলাকায় সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে। মাদরাসাতুস সুন্নাহর শিশুরা 'ডেমো মুদ্রা' দিয়ে কেনাবেচা শিখেছে। সব উদ্যোগের লক্ষ্য একটাই: মানুষকে সক্ষম করে তোলা।

এই ধারাবাহিকতার আরেকটি অধ্যায় এখন চট্টগ্রামে। সেখানে বন্যাদুর্গত পরিবারগুলোর জন্য ৩০০টি সেমিপাকা ঘর নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। সামনের সংখ্যাগুলোতে সেই উপকারভোগীদের কথা আমরা তুলে ধরব। প্রতিটি ঘরের পেছনে রয়েছে অনেক মানুষের অবদান: মহৎপ্রাণ দাতা, নিবেদিত কর্মী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের।

শীত আসছে। দেশের প্রত্যন্ত জনপদে কনকনে ঠান্ডায় যাদের গায়ে দেয়ার মতো কিছু নেই, তাদের জন্য আমরা বরাবরের মতো শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি।

ঘর, জীবিকা ও দক্ষতার এই যাত্রায় আপনিও সঙ্গী হোন। কারণ একটি ছাদ মানুষকে আশ্রয় দেয়, আর আত্মবিশ্বাস দেয় সেই ছাদের নিচে মাথা উঁচু করে বাঁচার সাহস।

যে পাতায় যা আছে



আস–সুন্নাহ মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি আধ্যাত্মিক সন্ধ্যা

গত ১৫ অক্টোবর আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মাসিক হালাকা ও তারবিয়াহ ক্যাম্প। শায়খ আহমাদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন পাঁচ শতাধিক মানুষ। আলোচনায় উঠে আসে জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মশুদ্ধি, ঈমান, ইলম, ইবাদত ও উত্তম চরিত্র গঠনের বিষয়। পাশাপাশি তাহাজ্জুদ, পারিবারিক কুরআনচর্চা ও ক্ষমাশীলতার মতো আমল নিয়মিত পালনের পরামর্শ দেন শায়খ। আত্মিক উন্নতি ও ঈমানি চেতনা নবায়নে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিস্তারিত পড়ুন : ৭ পৃষ্ঠা



বইকথা : ‘প্রিয়নবী ﷺ–এর ঘুমের আগের দুআ–যিকির ও আমল’

ডিজিটাল স্ক্রিন আর স্মার্টফোনের নীল আলো আমাদের রাতের প্রশান্তি কেড়ে নিচ্ছে। এই বাস্তবতায় রাতকে সুন্নাহর আলোয় সাজাতে শায়খ আহমাদুল্লাহ লিখেছেন—‘প্রিয়নবী ﷺ–এর ঘুমের আগের দুআ–যিকির ও আমল’। ৪৮ পৃষ্ঠার এই বইটি শিথানের পাশে রাখার মতো এক অমূল্য আমলী সঙ্গী। চারটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে সাজানো বইটিতে হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আছে ঘুমের আগে প্রিয়নবী ﷺ–এর নিয়মিত তিলাওয়াতকৃত আয়াত ও সূরা, সুরক্ষামূলক ১৩টি মাসনূন দুআ ও যিকির, শয্যাগ্রহণের আদবসহ ১০টি সুন্নাত এবং ঘুম থেকে ওঠার পর পালনীয় ১৩টি সুন্নাত। ছোট–বড় সবার উপযোগী এই বই ব্যস্ত ও যান্ত্রিক রাতের অবসরকে ইবাদত ও প্রশান্তিতে ভরিয়ে তুলবে।

বিস্তারিত পড়ুন : ৯ পৃষ্ঠা



জীবনসংগ্রামে লড়ছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মা–ছেলে, সহায়তায় আস–সুন্নাহ

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মো. নুরনবী ও তার ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মা নুরজাহান বেগমের সংসারে ছিল অভাব–অনটন। ঝড়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তাদের ঘর। এমন পরিস্থিতিতে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় টিনের ঘর পান তারা। তবে সংসারের আর্থিক সংকট তখনও কাটেনি। পরে স্বাবলম্বী প্রকল্পের আওতায় নুরনবীকে দেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকা। এই অর্থে বাড়ির পাশে মুদি দোকান গড়ে তুলছেন তিনি। নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি এবার স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন মা–ছেলে।

বিস্তারিত পড়ুন : ১১ পৃষ্ঠা



অসহায় মানুষের জন্য আরও ১,৫০০ টিনের ঘর (৩য় পর্ব)

নদীভাঙন, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের জন্য ১ হাজার ৫০০টি টিনের ঘর নির্মাণ করছে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ‘বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪’–এর আওতায় দেশের বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নির্মিত হচ্ছে এসব ঘর। ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে ২৬১টি ঘর। নিউজলেটারের গত দুই সংখ্যায় নীলফামারী, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলার উপকারভোগীদের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ২০টি ঘরের উপকারভোগীদের নাম, ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো।

বিস্তারিত পড়ুন : ১২ পৃষ্ঠা



দুর্গম পাহাড়ে নিরাপদ আশ্রয়, আস–সুন্নাহর ঘর

চট্টগ্রামের লামা উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি জনপদে দারিদ্র্য, ঝড়–বৃষ্টি, পাহাড়ধস ও বন্য হাতির আতঙ্কে দিন কাটত শারমিন, সৈয়দ ও ইউনুসের মতো অনেক পরিবারের। ঘর ছিল পলিথিনের ছাউনিতে, বেড়া ছিল কাগজ ও বাঁশের। সামর্থ্য না থাকায় নিরাপদ ঘর নির্মাণ করতে পারেননি তারা। আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের 'বন্যা–পরবর্তী আশ্রয়ণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৬'–এর আওতায় নতুন ঘর পেয়ে এখন স্বস্তিতে এসব পরিবার। নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন এসব উপকারভোগী।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৩ পৃষ্ঠা



১১০০ অসহায় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ (২য় পর্ব)

স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প ২০২৬–এর মাধ্যমে দেশজুড়ে ১১০০ অসচ্ছল ও কর্মক্ষম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা তৈরি করতে পারেন স্থায়ী আয়ের পথ। এ প্রকল্পের আওতায় ৪২টি উপজেলার ১১৩টি ইউনিয়নের ৭৪টি কমিউনিটিতে চলছে কার্যক্রম। দিনাজপুর জেলায় এ প্রকল্পের উপকারভোগী ১১৮ জন। নিউজলেটারের এ সংখ্যায় তাদের তালিকা (বাকি অংশ) দেওয়া হলো।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৬ পৃষ্ঠা



বিধবা রানী বেগমের পাশে আস–সুন্নাহ, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে স্বামীর রেখে যাওয়া ব্যবসা

স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েন রংপুরের পীরগাছার বিধবা রানী বেগম। এই নারীর স্বামী মুখরোচক খাবার তৈরির ব্যবসা করতেন। পুঁজির অভাবে সেটিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের হাল ধরতে বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ নেন তিনি। এ সময় আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পের আওতায় পান ৫০ হাজার টাকা। এই অর্থে প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে নতুন উদ্যমে ব্যবসা এগিয়ে নিচ্ছেন মা–ছেলে। এই নারী আত্মবিশ্বাসী, এই সাহায্যই তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবে।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৭ পৃষ্ঠা



'হিড়মিড় করি ভাঙি গেল ঘর'—সেই বৃদ্ধা এলেন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায়

ঝড়ের রাতে ভেঙে পড়ে জরিনা বেগমের ঘর। ভয় ও আতঙ্কে নাতিদের বুকে জাপটে ধরে রেখেছিলেন এই বৃদ্ধা নারী। সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচেছিলেন তারা। এরপর পরিবার নিয়ে খোলা জায়গায় মানবেতর জীবন কাটছিল পরিবারটির। আর্থিক অসচ্ছলতায় ঘর মেরামতের সামর্থ্যও ছিল না। একপর্যায়ে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানতে পারে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়া শেষে নতুন ঘর পান তিনি। এখন ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতিদের নিয়ে নিশ্চিন্তে সেই ঘরে বসবাস করছেন জরিনা বেগম।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৯ পৃষ্ঠা



মাছ–ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের জীবন–সংগ্রাম

প্রায় ৪০ বছর ধরে মাছের ব্যবসা করছেন নজরুল ইসলাম। একসময় সচ্ছল থাকলেও বড় ছেলের চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে যায় প্রায় ২০ লাখ টাকা। বিক্রি করতে হয় গরু, জমি ও সম্পদ। এতে পরিবারটি আর্থিক সংকটে পড়ে। একপর্যায়ে পুঁজি হারিয়ে ব্যবসাও চালাতে পারছিলেন না তিনি। এমন অবস্থায় আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প থেকে সহায়তা পান নজরুল। সেই অর্থে আবার সচল করেছেন মাছের ব্যবসা। এখন তার স্বপ্ন, বড় পরিসরে মাছের প্রজেক্ট গড়ে তুলে আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়া।

বিস্তারিত পড়ুন : ২০ পৃষ্ঠা



শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশে সৃজনশীল নানা আয়োজন

শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও বহুমুখী দক্ষতা বিকাশে নিয়মিত সৃজনশীল কার্যক্রমের আয়োজন করছে মাদরাসাতুস সুন্নাহ। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'হ্যান্ডরাইটিং কম্পিটিশন', 'আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এক্সিবিশন' এবং 'অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড লিডারশিপ' ডে। এসব আয়োজনে শিক্ষার্থীরা হাতের লেখার চর্চা, ছবি আঁকা, কারুশিল্প, স্টল পরিচালনা ও কেনাবেচার মাধ্যমে অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা। পাঠ্যবইয়ের বাইরের এসব চর্চা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মনোযোগ, যোগাযোগদক্ষতা, উদ্যোক্তা হওয়ার সক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করবে বলে মনে করে প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ।

বিস্তারিত পড়ুন : ২১ পৃষ্ঠা



বুফের বাহারি পদে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতার প্রদর্শনী

আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের প্রফেশনাল কুকিং অ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট কোর্সের তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা প্রদর্শন করার সুযোগ হিসেবে সমাপণী দিনে বুফের আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠ ব্যাচের ১৬ জন এতে অংশ নেন। বাহারি দেশি–বিদেশি পদ তৈরির পাশাপাশি এই তরুণরা শিখেছেন খাদ্যনিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও খাবার পরিবেশনের নিয়মকানুন। কারও স্বপ্ন পেশাদার রাঁধুনি হওয়া, কেউ আবার উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চান নিজের প্রতিষ্ঠান। এই কোর্সে রান্নার দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ও কর্মজীবনের প্রস্তুতি অর্জনের দীক্ষাও পেয়েছেন তারা।

বিস্তারিত পড়ুন : ২৩ পৃষ্ঠা



স্ত্রী–সন্তান আলাদা, বৃদ্ধ মায়ের সঙ্গেই নতুন আশ্রয়ে অসুস্থ হোসেন আলী

অসুস্থতা ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতায় অসহায় হয়ে পড়েছিলেন রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হোসেন আলী। অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত এই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখাশোনার দায়িত্ব নেননি স্ত্রী–সন্তান। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে মানবেতর জীবন কাটছিল তার। বৃষ্টিতে ভিজত ঘরে সবকিছু, রাতে ঢুকে পড়ত কুকুর। এমন পরিস্থিতিতে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নতুন ঘর পেয়েছেন তারা। মায়ের সঙ্গে সেই নিরাপদ আশ্রয়ে এখন স্বস্তিতে দিন কাটছে হোসেন আলীর।

বিস্তারিত পড়ুন : ২৫ পৃষ্ঠা



ব্যাটল অব কাপ—সিজন সিক্সের চ্যাম্পিয়ন 'গ্রোথ হান্টার্স'

আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে পরিচালিত হয় 'দ্য আর্ট অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং' কোর্স। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে কোর্সটির ব্যবহারিক প্রকল্প 'ব্যাটল অব কাপ'–এর ষষ্ঠ আসর। এতে অংশ নেন ১২তম ব্যাচের ২৫ জন শিক্ষার্থী। চারটি দলে ভাগ হয়ে তারা ঢাকার ১৫টির বেশি স্থানে চা বিক্রি করেন। প্রতিযোগিতা চলে ১৩ দিন। এ সময়ে মোট বিক্রি হয় ৮৩ হাজার ৭১০ টাকার পণ্য। লাভ হয় ৪৭ হাজার ৯৬০ টাকা। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৮৬০ টাকা লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হয় 'গ্রোথ হান্টার্স' দল।

বিস্তারিত পড়ুন : ২৬ পৃষ্ঠা



শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ভবিষ্যৎ ওয়েল্ডাররা : শেখার পাশাপাশি কর্মজীবনের প্রস্তুতি

আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের চার মাসের 'ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন' কোর্সে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সুযোগ রয়েছে বাস্তব কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়ারও। এর অংশ হিসেবে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীরা সম্প্রতি পরিদর্শন করেন আনন্দ শিপইয়ার্ড। সেখানে জাহাজ নির্মাণের কাজ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পকারখানার কর্মপরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তারা। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের দেশে–বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতেও সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মতে, এ উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার পথ সুগম করছে।

বিস্তারিত পড়ুন : ২৭ পৃষ্ঠা



দাওয়াতুস সুন্নাহর ১০ম ক্যাম্পিং : দক্ষতা ও আত্মশুদ্ধির মেলবন্ধন

আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দাওয়াহ প্ল্যাটফর্ম 'দাওয়াতুস সুন্নাহ' এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী ১০ম বিশেষ তরবিয়তি ক্যাম্পিং। এতে অংশ নেন আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের 'দ্য আর্ট অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং' কোর্সের ১৩তম ব্যাচের ২৪ জন শিক্ষার্থী। ক্যাম্পিংয়ে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আকাইদ, ঈমান, ওযু–নামায, মাসনূন দোয়া ও দৈনন্দিন আমল সম্পর্কে হাতে–কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাহাজ্জুদ, চাশত ও ইশরাকের মতো নফল ইবাদতের অনুশীলন এবং সুন্নাহসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে দেওয়া হয় দিকনির্দেশনা। আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা নিয়ে ক্যাম্পিং শেষ করেন অংশগ্রহণকারীরা।

বিস্তারিত পড়ুন : ২৯ পৃষ্ঠা



ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ইমাম–খতীবদের নিয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের নির্বাচিত মোট ২১৪ জন ইমাম ও খতীবকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ৫ দিনব্যাপী আবাসিক ৬ষ্ঠ ও ৭ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা। মিম্বর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে দাওয়াতের আলো ছড়াতে এ কর্মশালায় সমকালীন চিন্তাধারা, বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহ, প্রযুক্তি ও ফ্যাক্ট চেকিং, লিডারশিপ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো ১০টি যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শায়খ আহমাদুল্লাহ উদার মানসিকতা নিয়ে পরিবর্তনের কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এ প্রশিক্ষণ তাদের সামাজিক ভূমিকা ও দ্বীনি খেদমতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত পড়ুন : ৩১ পৃষ্ঠা



অক্টোবর মাসে সম্পন্ন হয়েছে যেসব কোর্স

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে আসছে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স। এসব কোর্সের মাধ্যমে বেকার ও কর্মপ্রত্যাশীদের গড়ে তোলা হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে। অক্টোবর মাসে একাধিক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। তাদের অনেকে কর্মসংস্থানের সুযোগও পেয়েছেন। আবার অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ব্যবসা করার। তাদের এ অর্জন সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুপ্রেরণা জোগায়।

বিস্তারিত পড়ুন : ৩৩ পৃষ্ঠা



আস-সুন্নাহ মসজিদ কমপ্লেক্সে একটি আধ্যাত্মিক সন্ধ্যা

ইট-পাথরের ব্যস্ত ঢাকার ভেতরেই সানভ্যালি আবাসন এলাকাটি যেন হঠাৎ থমকে যাওয়া এক টুকরো শান্ত, সবুজ, সজীব গ্রাম। কোলাহলমুখর ঢাকার ঠিক মাঝখানে হওয়া সত্ত্বেও কম বসতিপূর্ণ এই চত্বরে রয়েছে এক অদ্ভুত নীরবতা। হেমন্তের এই সময়ে পুরো এলাকা জুড়ে ফুটেছে ধবধবে সাদা কাশফুল। প্রকৃতি যখন এভাবে শুভ্রতার চাদর বিছিয়ে দেয়, চারপাশের নীরবতায় তখন জেগে ওঠে আত্মিক প্রশান্তি। কাশফুলের এই শুভ্রতা আর গ্রামীণ স্নিগ্ধতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যেন এক গভীর মিল রয়েছে।

প্রকৃতির এই শান্ত ও শুভ্র পরিবেশের মাঝখানে গড়ে উঠেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্স ও ইসলামিক সেন্টার। গত ১৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার এই প্রাঙ্গণেই আত্মশুদ্ধির এক অপূর্ব আবহে অনুষ্ঠিত হলো শায়খ আহমাদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে বিশেষ মাসিক হালাকা ও তারবিয়াহ ক্যাম্প।

আসর থেকে এশার সালাত পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে রাজধানীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন পাঁচ শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ। আসরের পর মূল আলোচনা শুরু হতেই পুরো প্রাঙ্গণে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। উপস্থিত সবাই পার্থিব ব্যস্ততা ভুলে পরম তৃপ্তি ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে শায়খের প্রতিটি কথা শুনছিলেন।

আলোচনার শুরুতেই শায়খ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এই মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণে অসংখ্য মানুষের অবদানের কথা। তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন, যেন সবাই এমন দ্বীনি ও কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এরপর জুমার আমলের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, জুমার দিনের দরুদ শুরু করতে হবে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই। দরুদ ও ইস্তিগফার, এই দুটি আমল যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

এরপর শায়খ আলোকপাত করেন মানবজীবনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অধ্যায় নিয়ে: জীবনের উদ্দেশ্য, আত্মশুদ্ধি ও দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার সংগ্রাম। তিনি বলেন, আমাদের সবার উদ্দেশ্য এক, জান্নাত লাভ। তাই জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সময় প্রধান ভাবনা হওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত জান্নাতের পথে সহায়ক হবে কি না।

তিনি বলেন, 'আমরা সবাই ভালো হতে চাই, কিন্তু পারি না; এর জন্য মেহনত প্রয়োজন।' তিনি সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করেন ভালো হতে না পারার মূল অন্তরায়গুলো: সঠিক পথ না জানা, আংশিক দ্বীন পালন করা, শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণা এবং আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারা। এর সমাধান হিসেবে তিনি দ্বীনি পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে সতর্ক করেন উম্মতের অন্তরে বাসা বাঁধা দুনিয়ার মোহ ও মৃত্যুকে অপছন্দ করার মানসিক ব্যাধি 'ওয়াহন' সম্পর্কে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সাহাবীদের মানবীয় ভুলত্রুটি থাকলেও কেউ দুনিয়াদার ছিলেন না। অথচ আমাদের মধ্যে আলেম, আবেদ কিংবা প্র্যাকটিসিং মুসলিম, সবার মাঝেই কমবেশি দুনিয়ার প্রতি লোভ কাজ করে।

আল্লাহর বড় নিয়ামতগুলোর একটি হলো দ্বীনদার পরিবার। শায়খ বলেন, দ্বীনদার পরিবার মানে শুধু নামায-রোযা বা বাহ্যিক পোশাক নয়, বরং প্রকৃত অর্থে দ্বীনদার হওয়া এবং দুনিয়ার ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট থাকা। এমন পরিবার পাওয়ার জন্য তিনি সূরা ফুরকানের ৭৪ নম্বর আয়াতের দুআটি বিবাহিত-অবিবাহিত সবাইকে দুআ কবুলের সময়গুলোতে পড়ার পরামর্শ দেন।

দুআ কবুলের অন্যতম সময় তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে শায়খ বলেন, তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকার পেছনে আমাদের গুনাহের ভূমিকা থাকে। এজন্য সালাত দীর্ঘ করার চেষ্টা করা উচিত। বেশি সূরা মুখস্থ না থাকলে একই সূরা বারবার পড়া যায়। অভ্যাস তৈরির জন্য অন্তত সপ্তাহে একদিন, শুধু বৃহস্পতিবার রাতে হলেও তাহাজ্জুদে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করেন নিজের পিতার কথা। তাহাজ্জুদের সময় তার পিতা এত কান্না করতেন যে, সেই আওয়াজ শুনে শায়খ নিজেও ওযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। শুক্রবারের ফজরের সালাতকে হাদীসের ভাষায় সবচেয়ে উত্তম সালাত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এ হাদীস না জানলেও শয়তান তা জানে। তাই বৃহস্পতিবার রাতে সে নানা কাজে ব্যস্ত রেখে আমাদের দেরিতে ঘুম পাড়ায়, যেন শুক্রবারের ফজর ছুটে যায়।

সহজ অথচ গভীর এই হালাকায় শায়খ জান্নাতের পথে চারটি মৌলিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন।

প্রথমটি ঈমান। কী বিশ্বাস করতে হবে, ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো কী, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি চেনা এবং মনে সন্দেহ জমতে না দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করা। তিনি শুরুতে 'ঈমানের অপরিহার্য পাঠ' বইটি পড়ার পরামর্শ দেন। ঈমান বৃদ্ধির জন্য কুরআন তিলাওয়াত, ফরযের পর নফল, নেককারদের সান্নিধ্য ও দুআর কথা বলেন তিনি।

দ্বিতীয়টি ইলম। ইলম ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া—এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন বিশুদ্ধ করা, তাফসীর, ঈমান, ফিকহ, সীরাত ও সমসাময়িক বিষয় জানা জরুরি। শায়খ সতর্ক করে বলেন, ইলম অর্জনের সঙ্গে আলেমদের সম্মান করাও অপরিহার্য। অনেকে কয়েকটি বই পড়েই আলেমদের সমালোচনা বা জবানদরাজি করেন, যা একেবারেই অনুচিত, কারণ আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ।

তৃতীয়টি ইবাদত। আল্লাহ আমাদের ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)–কে উদ্ধৃত করে শায়খ বলেন, ইবাদতের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি লাভ করি। ইবাদত বাড়াতে ফযীলত জানা, ছোট ছোট আমল দিয়ে শুরু করা, জবাবদিহির জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার পরামর্শ দেন তিনি।

চতুর্থটি আখলাক। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ বর্জন, হারাম উপার্জন ও বিনোদন ত্যাগ, উত্তম আচরণ, হাসিমুখে কথা বলা, সালাম দেওয়া এবং অন্যের খেদমত করা। এর সঙ্গে স্ক্রিন টাইম কমিয়ে পরিবারকে একান্ত সময় দেওয়া এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

ইশার সালাতের পর শায়খ আহমাদুল্লাহ জীবনের তিনটি সহজ ও বাস্তবসম্মত 'হোমওয়ার্ক' দিয়ে হালাকার সমাপ্তি টানেন:

- সপ্তাহে অন্তত একদিন তাহাজ্জুদ পড়া
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে নির্দিষ্ট 'কুরআনিক টাইম' কাটানো (সবাই একত্রে তিলাওয়াত ও তালীম করা)
- যাদের প্রতি মনে ক্ষোভ, রাগ বা হিংসা–বিদ্বেষ আছে তাদের ক্ষমা করা

আত্মশুদ্ধি ও ঈমানী চেতনা নবায়নের এই আয়োজন এখন থেকে নিয়মিত হবে। প্রতি মাসে অন্তত একবার আস–সুন্নাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের এই নিবিড় ও শান্ত পরিবেশে এমন হালাকা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠান শেষে মানুষগুলো যখন বাড়ির পথে রওনা হলেন কাশবনে ঘেরা শান্ত গ্রাম্য পথ ধরে, সবাই সঙ্গে করে নিয়ে ফিরছিলেন প্রশান্ত মন এবং জীবনের গতিপথ বদলানোর নতুন দৃঢ় সংকল্প।



ঘুম যেভাবে ইবাদত হয়ে ওঠে

‘প্রিয়নবী ﷺ –এর ঘুমের আগের দুআ–যিকির ও আমল’



বই	: প্রিয়নবী ﷺ –এর ঘুমের আগের দুআ–যিকির ও আমল
লেখক	: শায়খ আহমাদুল্লাহ
পৃষ্ঠা	: ৪৮
মূল্য	: ১০০ টাকা
প্রকাশকাল	: অক্টোবর, ২০২৬
প্রকাশনায়	: দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ, আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

রাতের গভীরতা ও নিস্তব্ধতা মানুষের আত্মিক প্রশান্তি ও রবের নৈকট্য অর্জনের এক বিশেষ সময়। তবে আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, স্মার্টফোনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি এবং ফেসবুক–ইউটিউবের অহেতুক স্ক্রলিং আমাদের রাতের সেই স্নিগ্ধতা আর ইবাদতের স্বাদ কেড়ে নিচ্ছে।

ঘুমের আগের এই মূল্যবান সময়টিকে কীভাবে সুন্নাহর আলোয় সাজানো যায়, তা নিয়েই শায়খ আহমাদুল্লাহ লিখেছেন তার নতুন বই—‘প্রিয়নবী ﷺ –এর ঘুমের আগের দুআ–যিকির ও আমল’। এই বইটি কেবল তত্ত্বকথা নয়, বরং নিত্যদিনের আমলের এক অনন্য ব্যাবহারিক নির্দেশিকা।

বইটির পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

শায়খ আহমাদুল্লাহর সংকলিত ‘প্রিয়নবী ﷺ –এর সকাল–সন্ধ্যার দুআ ও যিকির’ এবং ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পরবর্তী দুআ কার্ড’ ইতোমধ্যে ১২ লক্ষাধিক পাঠকের মন জয় করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিনের স্বপ্নের ফসল এই বইটি। অন্যান্য সময়ের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুমের আগে তুলনামূলক বেশি ইবাদত করতেন। অথচ বাংলা ভাষায় কেবল ঘুমের আগের মাসনূন আমল নিয়ে এমন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কাজের অভাব ছিল দীর্ঘদিন। এমনকি আরবি বা উর্দুতেও এই বিষয়ের ওপর আলাদা সংকলন বেশ বিরল। সেই শূন্যতা পূরণ করতেই বইটির আত্মপ্রকাশ।

কী আছে এই বইয়ে?

বইটি মূলত চারটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত :

প্রথম অধ্যায় : রাতের ইবাদত ও এর গুরুত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঘুমের আগের মাসনূন তিলাওয়াত। এতে আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, তিন ক্বুল, সূরা কাফিরূন, সূরা মুলক, সাজদাহ, সাতটি মুসাব্বিহাত এবং সূরা বনী ইসরাঈল ও যুমারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। (বইয়ের কলেবর ছোট রাখতে সংকলনে কেবল সূরা মুলক যুক্ত করা হয়েছে, বাকিগুলো মূল কুরআন থেকে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে)।

তৃতীয় অধ্যায় : ঘুমের আগের বিভিন্ন দুআ ও যিকির। যার মধ্যে ফাতেমী তাসবীহ, শয্যাগ্রহণের দুআ, আত্মসমর্পণ ও পাপ মোচনের দুআসহ শয্যায় ডান কাত হয়ে পড়ার ১৩টি বিশেষ যিকির ও দুআ স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : শয্যাগ্রহণের প্রস্তুতিমূলক সুন্নাতসমূহ। যেমন—ইশার পর দ্রুত ঘুমানো, বাতি নিভানো, অযু করা, বিছানা ঝাড়া ও উপুড় হয়ে না শোয়ার মতো

দশটি আচরণগত দিক।

পরিশিষ্ট : ঘুমের পরের সুন্নাত, পার্শ্বপরিবর্তন বা ভয়ে ঘুম ভাঙলে করণীয়, ভালো ও মন্দ স্বপ্নের বিবরণ এবং তাহাজ্জুদ ও বিতর সালাতসহ ঘুম থেকে ওঠার ১৩টি সুন্নাত।

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

সনদের বিশুদ্ধতা : এতে সংকলিত হাদিসগুলোর মধ্যে যেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মতপার্থক্য থাকা বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী মতটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে মুহাদ্দিসগণের দুই ধরনের মতামতই পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা হয়েছে।

আমলের শ্রেণিবিন্যাস : দিন বা রাতের যেকোনো ঘুমের আমল এবং কেবল রাতের ঘুমের আমলগুলোকে সূক্ষ্মভাবে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

আধুনিক ব্যাধির আত্মিক চিকিৎসা : বর্তমান যুগে জিনের উপদ্রব, জাদু ও শয়তানের অনিষ্ট বহুগুণ বেড়ে যায় রাতে। পাশাপাশি শোয়ার আগে মোবাইলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস করছে। এই আত্মঘাতী অভ্যাস থেকে বাঁচতে শয্যাগ্রহণের আগে ফোন দূরে রেখে সুন্নাহর চর্চায় মনোযোগী হওয়ার কার্যকর দিকনির্দেশনা রয়েছে এতে।

কেন সংগ্রহে রাখবেন?

এটি কোনো তাকের শোভাবর্ধনকারী কিংবা গম্ভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়; এটি আপনার মাথার পাশে বা বালিশের পাশে রেখে দেওয়ার মতো একটি প্রাত্যহিক আমলী গাইড। প্রতিদিন ঘুমোতে যাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর সুন্নাতগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে এবং আত্মিক নিরাপত্তায় নিজেকে মুড়িয়ে নিতে বইটি অত্যন্ত কার্যকর।

সহজ ভাষাশৈলী, ঝরঝরে উপস্থাপন এবং নিখুঁত বিন্যাসের কারণে ছোট–বড় সবার জন্যই এটি একটি অবশ্যপাঠ্য বই। নিজের আমলী জীবনের মান উন্নত করতে এবং পরিবারকে সুন্নাহমুখী করতে আজই সংগ্রহে রাখার মতো একটি চমৎকার সংকলন।



জীবনসংগ্রামে লড়ছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মা–ছেলে, সহায়তায় আস–সুন্নাহ



মো. নুরনবী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। স্পষ্ট দেখতে পান না। ২০ বছর বয়সী এই তরুণ নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়েই সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করছেন। তার মা নুরজাহান বেগমও ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। সন্তানরা ছোট থাকতেই স্বামীকে হারিয়েছেন এই নারী। এরপর গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। অভাব–অনটনের মধ্যে দুই সন্তানকে বড় করতে নানা প্রতিকূলতা পেরোতে হয়েছে তাকে।

জংধরা টিনের ভাঙাচোরা ঘরে কোনো রকমে দিন কাটছিল পরিবারটির। পুরোনো কাঠের দরজা, খুলে যাওয়া টিনের দেয়াল—সব মিলিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। এরই মধ্যে এক ঝড়ে ঘরটি প্রায় বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে কিছুদিন নানার বাড়িতে থাকতে হয় নুরনবীদের।

এমন পরিস্থিতিতে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ইটাকুমারী ইউনিয়নের এই অসহায় পরিবারটির কথা জানতে পারে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। যাচাই–বাছাই শেষে ‘বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প–২০২৪’ এর আওতায় পরিবারটিকে দেওয়া হয় দুটি টিনের ঘর।

নুরনবী বলেন, ‘আস–সুন্নাহর স্যারেরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিল, কাগজপাতি নিল। পরে আমার আম্মা সিলেক্ট হইছিল। পরে ঘরটা পাইলাম। আমার খুব ভালো লাগতেছে। জীবনে কোনোদিন কল্পনা করিনি যে আমাদের এরকম বাড়ি হবে, ঘর হবে। আমার কপালে ছিল দেখি আমি পাইছি।’

স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন নুরনবী

নিরাপদ ঘর হয়েছে, কিন্তু সংসার চালানোর মতো পর্যাপ্ত আয় নেই প্রতিবন্ধী মা–ছেলের। পেশায় মুয়াযযিন নুরনবী বেতন হিসেবে পান অল্প কিছু টাকা। তার বিবাহিত বোনও মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেন। তবে বর্তমান বাজারদরে এই অর্থে সংসার চালানো কঠিন। শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে সব ধরনের কাজ করাও তার পক্ষে সহজ নয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নুরনবীকে স্বাবলম্বী প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয় আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন।



প্রকল্পের আওতায় এই তরুণকে দেওয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। বাড়ির পাশের বাজারে একটি মুদি দোকান দিতে চান তিনি। এজন্য ইতোমধ্যে কিনেছেন দোকানের মালামাল। বাকি টাকা দিয়ে তৈরি করছেন দোকানের কাঠামো। মিস্ত্রী খরচ বাচাতে নিজেই হাতুড়ি–পেরেক নিয়ে কাজে নেমেছেন তিনি।

নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে নুরনবী বলেন, ‘মুয়াযযিনের কাজ করার পরও তো সংসার চালাতে পারতেছি না। এটা নিয়া ফাউন্ডেশন থেকে যোগাযোগ করছে। বলছি, ব্যবসা করতে চাই, কিন্তু টাকা নাই। পরে এই ব্যবস্থা করে দেছে। এখন আমার নিয়ত আছে, যত দিন আল্লাহ বাঁচাইয়া রাখবে, মুয়াযযিনের কাজ করব আর এই টাকা দিয়া ব্যবসা কইরা আমি সামনের দিকে আগাব।’

নুরনবী বিশ্বাস করেন, বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় পাওয়া ঘর এবং স্বাবলম্বী প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা—এই দুই উদ্যোগ তাকে ও তার মাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছে। আস–সুন্নাহর দেওয়া সবুজ ঘরের পাশেই গড়ে উঠছে নুরনবীর ছোট্ট মুদি দোকান। এটি শুধু একটি দোকান নয়, যেন তার স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নেরও প্রতিচ্ছবি।

অসহায় মানুষের জন্য আরও ১,৫০০ টিনের ঘর (৩য় পর্ব)

নদীভাঙন, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের জন্য ১ হাজার ৫০০টি টিনের ঘর নির্মাণ করছে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। 'বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪'–এর আওতায় দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ প্রবণ এলাকার অসহায় পরিবার এসব ঘর পাবে। ইতিমধ্যে যাচাই–বাছাই শেষে কিছু জেলায় ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, কয়েকটি জেলায় এখনও চলছে। গত দুই সংখ্যায় নীলফামারী, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলায় বরাদ্দ পাওয়া উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ২০টি ঘরের তথ্য দেওয়া হলো। উপকারভোগীদের তালিকায় নিঝুমদ্বীপ, জাহাজমারা ও চরঈশ্বরের মতো প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও রয়েছে।

হস্তান্তর করা মোট ঘর	নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় ঘর	প্রতিটি ঘর নির্মাণে গড় ব্যয়	হাতিয়া উপজেলায় মোট ব্যয়
২৬১টি [এখন পর্যন্ত]	২০টি	১ লাখ ৮৮ হাজার ১৯৪ টাকা	৩৭ লাখ ৬৩ হাজার ৮৮৫ টাকা

[উপকরণ পরিবহনে দূরত্বের পার্থক্য থাকায় অন্য জেলার সঙ্গে ঘর নির্মাণের খরচে তারতম্য হয়]

নিচে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার উপকারভোগী পরিবারের নাম, ঠিকানা, ঘরের আগের ও বর্তমানের ছবি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো। বাকি জেলার তথ্য ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।





ঘর নং : ১৫৪১
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : খাদিজা খাতুন
পেশা : বিধবা
মোবাইল : 017*****909
ঠিকানা : ১ নং জাহাজমারা, জাহাজমারা, হাতিয়া

উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা ৩৪ পৃষ্ঠায়

দুর্গম পাহাড়ে নিরাপদ আশ্রয়, আস–সুন্নাহর ঘর

গত জুলাই মাসে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামের তিন জেলা। পানিতে ডুবে যায় অসংখ্য ঘরবাড়ি, পথঘাট। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে। অনেকে চলে যান দূরে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। সেসময় বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় ১৪৩ টন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। 'জরুরি ত্রাণ বিতরণ প্রকল্প ২০২৬'–এর আওতায় পরিচালিত হয় এ কার্যক্রম।

পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, ৩০০টি অসহায় পরিবারকে নির্মাণ করে দেওয়া হবে দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তত্ত্বাবধানে যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে উপকারভোগী পরিবারগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এ কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় আলেম ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। এরপর শুরু হয় নির্মাণকাজ।

'বন্যা–পরবর্তী আশ্রয়ণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৬'–এর আওতায় নির্মিত ঘরগুলো এখন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। কোথাও দেয়াল উঠে গেছে, কোথাও চলছে বেজ নির্মাণ। আবার কোথাও প্রকৌশলীরা ব্যস্ত ঘরের মাপজোখ ও নির্মাণকাজের প্রস্তুতিতে।

এ প্রকল্পে ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩০০টি। এর মধ্যে প্রথম ধাপে নির্বাচিত ২৩১টি ঘরের নির্মাণকাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান। দ্বিতীয় ধাপে শুরু হয়েছে অবশিষ্ট ৬৯টি ঘরের জন্য এলাকা নির্ধারণ ও উপকারভোগী নির্বাচনের কাজও।

দুই ধাপের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে ফাউন্ডেশন। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে প্রকল্পের অগ্রগতি। সংরক্ষণ করা হচ্ছে হালনাগাদ তথ্য। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি।

নির্মাণকাজে এগিয়ে আছে, এমন কয়েকটি ঘর ও উপকারভোগীর গল্প রইল এখানে।

হাতি চলে আসলে ভয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে থাকি

লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়ন পাহাড়ে ঘেরা এক জনপদ। রাস্তার এক পাশে ধানখেত, অন্য পাশে পাহাড়। লাল মাটির এ এলাকায় ছোট ছোট গ্রাম ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের কোলে ও ঢালে। প্রকৃতির পরিবেশ মনোরম হলেও এখানকার অনেক মানুষের জীবন বেশ কঠিন। দারিদ্র্য ও উপার্জনের সীমিত সুযোগের কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় অনেককেই।



রাঙাঝিরি এলাকার নয়াপাড়ার বাসিন্দা শারমিন আক্তার তাদেরই একজন। ২৮ বছর বয়সী এই নারী দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে থাকতেন জরাজীর্ণ একটি ঘরে।

> "এদিক দিয়ে আমাদের বাড়ির পিছনে হাতির রাস্তা। হাতি গেলে ভয়াবহ অবস্থা আমাদের। এহন বিল্ডিং ঘরটা হইছে, আমাদের হাতির ভয়টা খম লাগবে। এদ্দূরে নিরাপদ হইছে।"
>
> মো. ইউনুস, উপকারভোগী

চারদিকে বেড়া, ওপরে পলিথিনের ছাউনি। বৃষ্টি হলেই ঘরের ভেতরে পানি পড়ত। আবার বাড়ির আশপাশে হাতির চলাচল থাকায় রাত হলেই ভয়ে থাকত এই পরিবার। হাতি চলে এলে আশ্রয় নিতেন অন্যের ঘরে।

শারমিন বলেন, ‘আগে ঘরে পলিথিন দিয়ে রাখছিলাম।



বৃষ্টি হলে পানি পড়ত। চারিদিকে ঘেরা ছিল না। রাতের সময় এখানে চলে আসে হাতি। ভয়ে অন্য ঘরে গিয়ে থাকি, এরকম আরকি।’

সংসারের দায়িত্বও তার একার কাঁধে। স্বামী অন্য স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকেন। মন চাইলে কালে–ভদ্রে খরচ দেন। শারমিন পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি করেন বাজারে। এতে দিনে আয় হয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। তবে অসুস্থ হলে ধারদেনা করে চালাতে হয় সংসার। এই সামান্য আয়ে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ জোগানো কঠিন। বড় ছেলে হেফজ শেষ করে দাখিল মাদরাসার সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। বাকি দুই সন্তান স্কুলে পড়ে। অর্থের ব্যবস্থা না হওয়ায় তাদের প্রায় দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে।

আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নতুন ঘর পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে তার মনে। শারমিনের ভাষায়, ‘ঘর ঠিক করার সাধ্য ছিল না, কী দিয়া করব। এহন খুশি লাগছে।’

পাহাড়ের ওপর এই বাড়িটিতে পৌঁছানোর রাস্তাটিও ভালো ছিল না। ঘর নির্মাণের সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সময় রাস্তাটি ঠিক করা হয়।

আরবি শিক্ষা ক্লাসের মাধ্যমে নামায, সূরা ও কুরআন তিলাওয়াত শেখার সুযোগ পেয়েছেন শারমিন। আগে যেগুলো জানতেন না, সেগুলো এখন শিখছেন। ক্লাসে যেতেও তার ভালো লাগে বলে জানান এই নারী। ঘর পাওয়ার পাশাপাশি নিজের শেখার এই সুযোগ তার কাছে অত্যন্ত আনন্দের।

রশিগুলা ছাড়ি দিছি, ঘর লড়ি গেছে

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মো. সৈয়দের ঘরের দিকে তাকালে মনে হয়, পাহাড় যেন মমতা দিয়ে ঘরটিকে আগলে রেখেছে। কিন্তু একটু ঝড়–বাতাস হলেই সেই আশ্রয় নড়বড়ে হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে যে নিরাপদ আবাস প্রয়োজন, তা ভালোই জানেন সৈয়দ। কিন্তু নিজের সামর্থ্যে এমন ঘর গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ফাইতং ইউনিয়নের রাঙাঝিরি এলাকার বাসিন্দা সৈয়দের বয়স ৪৫ বছর। পেশায় দিনমজুর। গাছ কাটা, বাঁশ কাটা, মাটি কাটাসহ করেন বিভিন্ন ধরনের কাজ। তবে শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পাওয়ায় শারীরিক সক্ষমতা কমেছে। ফলে অন্যরা যে কাজের জন্য ১ হাজার টাকা পান, পায়ের সমস্যার কারণে তাকে দেওয়া হয় মাত্র চার–পাঁচশ টাকা।

অভাবের মধ্যেও সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ করতে চান না তিনি। বড় ছেলে একজন হাফেজ, বয়স ১৬। পড়াশোনার পাশাপাশি মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করে সামান্য কিছু টাকা পায় সে। সেই টাকা নিজের পড়াশোনার পেছনেই খরচ হয়। মেয়েকেও হাফেজ বানানোর ইচ্ছা সৈয়দের।

আরবি শিক্ষা ক্লাসের মাধ্যমে নামায, সূরা ও কোরআন তিলাওয়াত শেখার সুযোগ পেয়েছেন শারমিন। আগে যেগুলো জানতেন না, সেগুলো এখন শিখছেন। ক্লাসে যেতেও তার ভালো লাগে বলে জানান এই নারী। ঘর পাওয়ার পাশাপাশি শেখার এই সুযোগ তার কাছে অত্যন্ত আনন্দের।

তিনি বলেন, ‘আমি খাইতে–লইতে বাধা হইলেও আমার পোলারে, মাইয়াকে মওলানা, হাফেজ বানাতে চাই।’

সন্তানদের নিয়ে স্বপ্ন থাকলেও পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু ঠিক করার বেলায় তিনি অসহায়। পুরোনো ঘরটি ছিল নড়বড়ে। ছাদে পলিথিন, তার ওপর কোনো রকমে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। তবু বাতাস হলেই ঘর নড়াচড়া করত। এক সময় নতুন ঘর নির্মাণের জন্য পুরোনো ঘরটি সরানোর প্রয়োজন হয়। তবে কষ্ট করে সেটি ভাঙতেও হয়নি। দড়ি খুলে দিতেই ঘরটি পড়ে যায়।



একগাল অসহায়ত্বের হাসি নিয়ে সৈয়দ বলেন, ‘রশি দিয়া বান্দি রাখছি তো। রশিগুলা ছাড়ি দিছি, লড়ি গেছে। বাতাসে সব উড়ে ফেলেছে যে। কালকে গাছ দিছি আমি।’

আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নতুন ঘর পেয়ে ভীষণ খুশি তিনি। তার চেয়েও বেশি আনন্দিত সন্তানরা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘ঘর দিয়ে আমার তো খুব খুশি লাগের। আমার সন্তানরা বেশি খুশি। থাকার ঘর ছিল না। শুকরিয়া করি।’

কাগজের বেড়া, পলিথিনের ছাদে পাঁচ সন্তান নিয়ে বসবাস

মো. ইউনুসও থাকেন রাঙাঝিরি এলাকায়। পাঁচ সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সাত সদস্যের পরিবার। দিনমজুরি করে সংসার চালান। কখনো গাছ ছাঁটাই, কখনো বাঁশ কাটা, আবার কখনো করেন ধান কাটা কিংবা চারা রোপণের কাজ। কিন্তু নিয়মিত কাজ না থাকায় আয়ও নির্দিষ্ট নয়। কোনো মাসে ১০ দিন, কোনো মাসে ১৫ দিন কাজ জোটে। সব মিলিয়ে মাসে আয় হয় প্রায় ১২ হাজার টাকা।

ইউনুসের তিন সন্তান মাদরাসায় পড়ে। সংসারের নিয়মিত খরচ চালাতেই তাকে হিমশিম খেতে হয়। ফলে বকেয়া থেকে যায় সন্তানদের মাদরাসার বেতনও।

আগের ঘরটির এক পাশে বেড়া থাকলেও অন্য পাশ ছিল ভাঙা। ছাদেও ছিল কাগজ ও পলিথিনের ছাউনি। বৃষ্টি হলেই ঘরের ভেতরে পানি পড়ত। নিরুপায় হয়ে পাঁচ সন্তানকে নিয়ে সেখানেই বসবাস করত পরিবারটি।

ইউনুস বলেন, ‘আগের ঘর তো ছিল ভাঙাচোড়া। একদাগিদি বেড়া ছিল, আরেক দাগিদি বেড়া ছিল না। ইনকাম নাই, ঘর করতে পারতেছি না যে। একটাই ঘর। আমার চাইরটা মাইয়া, একটা ছেলে। কাগজের নিচে থাকতাম। আর ঝড় দিলে বৃষ্টির মধ্যে এত কষ্ট করি থাকছি।’

তাদের বাড়ির পেছন দিয়ে বন্য হাতির চলাচলের পথ। হাতি এলেই আতঙ্কে থাকতে হতো পুরো পরিবারকে। নতুন ঘর পেয়ে সেই ভয় কিছুটা কমবে বলে আশা করছেন ইউনুস। তিনি বলেন, ‘এদিক দিয়ে আমাদের বাড়ির পিছনে হাতির রাস্তা। হাতি গেলে ভয়াবহ অবস্থা আমাদের। এহন বিল্ডিং ঘরটা হইছে, আমাদের হাতির ভয়টা খম লাগবে। এদ্দূরে নিরাপদ হইছে।’

নতুন ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় পুরোনো বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। আপাতত অন্যের বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকছেন তিনি। নিজের চোখের সামনে নতুন ঘর তৈরি হতে দেখে আনন্দিত ইউনুস। তার ভাষায়, ‘আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আমারে ঘরটা দেছে। চোখের ওপরে দেখলাম। আমার সামনেই ঘরটা হচ্ছে। আমার খুব আনন্দ লাগতেছে।’

নতুন ঘরটি নিয়ে তার সন্তানদের আনন্দেরও শেষ নেই। ইউনুস বলেন, ‘এই বিল্ডিং নিয়া আমার বাচ্চারা অনেক খুশি হইছে, আনন্দ ভোগ করতেছে।’

শারমিন, সৈয়দ ও ইউনুসের মতো পাহাড়ি এলাকার অনেক পরিবারের কাছে নিরাপদ ঘর শুধু বসবাসের জায়গা নয়। এটি বৃষ্টি, ঝড় ও বন্য হাতির আতঙ্ক থেকে

স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প ২০২৬

১১০০ অসহায় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ (২য় পর্ব)

দিনমজুর, কর্মহীন, বিধবা বা প্রতিবন্ধী—সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে এমন নানা মানুষ আছেন, যারা অর্থকষ্টে জর্জরিত। অথচ একটু পুঁজি বা প্রশিক্ষণ পেলেই তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। খারাপ সময় পেরিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখেন। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এ ধরনের বেকার ও অদক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে কাজ করছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। শুধু এককালীন সহায়তা নয়, বরং উপার্জনের একটি স্থায়ী পথ তৈরি করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে কর্মক্ষম কিন্তু অসচ্ছল নারী-পুরুষকে তাদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে ভ্যানগাড়ি, দোকানের মালামাল, গবাদিপশু, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি।



নিচে দিনাজপুর জেলার উপকারভোগীদের (বাকি অংশ) তালিকা দেওয়া হলো—

[বি.দ্র.: অনেক উপকারভোগী প্রধান উপকরণের পাশাপাশি সেটি পরিচালনা বা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীও কিনেছেন। যেমন—গরুর সঙ্গে গরুর খাবার ও ঘর তৈরির উপকরণ, ভ্যানের সঙ্গে বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ইত্যাদি।]



নাম	আবু বকর
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****367
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. হাফিজুর রহমান
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	017*****748
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. রাহিদুল ইসলাম
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	017*****205
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা ৩৯ পৃষ্ঠায়

বিধবা রানী বেগমের পাশে আস–সুন্নাহ,

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে স্বামীর রেখে যাওয়া ব্যবসা

‘আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন আমাকে যে সহযোগিতা করছে, আল্লাহর রহমতে আমার আর কারও কাছে হাত পাতা লাগবে না, ইনশাআল্লাহ। এটা দিয়ে আমি স্বাবলম্বী হইতে পারব।’

কৃতজ্ঞতার সুরে কথাগুলো বলছিলেন মোছা. রানী বেগম। ৩২ বছর বয়সী এই বিধবা নারীর বাড়ি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার কৈকুড়ী ইউনিয়নে। গ্রামের নাম মকসুদ খাঁ। স্বামীর মৃত্যুর পর মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখতে হয় এই নারীকে। সংসারে নেমে আসে নানা সংকট। তবে এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ছিল রানী বেগমের সাজানো সংসার। তার স্বামীর ব্যবসার আয়েই মোটামুটি স্বচ্ছন্দে চলত পরিবার। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোকে স্বামীর মৃত্যু হলে বদলে যায় সবকিছু। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। আর্থিক সংকটের পাশাপাশি সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দেয় অনিশ্চয়তা।

সেই সময়ের কথা স্মরণ করে এই নারী বলেন, ‘আমার স্বামী বেঁচে থাকাতে এই ব্যবসা করতেন। সংসার ভালোই চলছিল। এখন উনি মারা যাওয়ায় কষ্ট শুরু হয়। সংসারের দায়িত্বটা এখন আমার বড় ছেলের (১৬) কাঁধে পড়ছে।’

সংসারের হাল ধরতে মা–ছেলের লড়াই

বাদাম, বুট, ঝালবুট, বুন্দিয়া, চানাচুর, আলুর চিপসসহ নানা ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরি ও বিক্রি করাই তাদের ব্যবসা। বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ কাঁচা কিনে এনে বাড়িতেই সেগুলো ভাজেন রানী বেগম। এরপর প্যাকেটজাত করে দোকানে দোকানে বিক্রি করা হয় পাইকারি দরে। আগে তার স্বামী এই পণ্যগুলো পৌঁছে দিতেন দোকানে। তবে তার মৃত্যুর পর পুঁজির অভাবে ব্যবসাটি প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে চার জনের সংসারের স্বাভাবিক খরচ চালানোও হয়ে যায় কঠিন।

এমন পরিস্থিতিতে এই বিধবা নারীর পাশে দাঁড়ায় আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটির স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পের আওতায় তিনি পেয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। সেই অর্থ দিয়ে ব্যবসার জন্য কিনেছেন প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ। বড় পুঁজি পাওয়ায় আবারও গতি পেয়েছে



তাদের পারিবারিক এই উদ্যোগ। এখন মা–ছেলে মিলে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের ব্যবসা।

নিজেদের কাজের ধরন বর্ণনা করেন রানী বেগম। তিনি বলেন, ‘আমরা কাঁচায় নিয়ে আসি এগুলা। বাসায় ভাজিয়া আমি বসে বসে প্যাকেট করি। তারপরে কারেন্ট মেশিন দিয়ে সিল মারি। তারপর গুনার মধ্যে ঝোপা করি। আমার ছেলে ব্যাগের মধ্যে পলিথিনে ভরেয়া ব্যাটারি মোটরসাইকেল দিয়া দোকানে দোকানে দিয়া আসে। যা আয় আসে, আমরা খায়া–পিন্দি (খেয়ে–পড়ে) চলতে পারি।’

প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকেন রানী বেগম। আর দাখিল মাদরাসায় পড়ুয়া ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছেলে রাত আটটা–নয়টা পর্যন্ত এসব পণ্য বিক্রি করে।



ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত তাদের মোটরসাইকেলটিও একটু আলাদা। কারণ, সাধারণ একটি মোটরযানকে রূপান্তর করে নেওয়া হয়েছে ব্যাটারিচালিত ব্যবস্থায়। এতে এড়ানো সম্ভব হয়েছে পেট্রোলের খরচ। আবার তুলনামূলক কম খরচে পণ্য পৌঁছে দেওয়া যায় দূরের দোকানগুলোতেও।

জীবিকার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বী প্রজেক্টে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো ইসলামের মৌলিক বিষয় শেখা। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ক্লাস করার পর একজন নারী হাফেজ তাকে পাঁচটি সূরা, কালিমা শাহাদাত, দরূদ ও দুআ কুনুতের ওপর পরীক্ষা নিয়েছেন। পাশাপাশি শিরক সম্পর্কেও তাকে করা হয়েছে বিভিন্ন প্রশ্ন।

তার মতে, 'যত দিন বেঁচে থাকব, স্বাবলম্বীর চাইতে আমার জন্য নামায, কালাম, দুআ—এগুলা বেশি দরকার।'

স্বামীর মৃত্যুর পর অনিশ্চয়তায় পড়ে যাওয়া সংসারে এখন চেষ্টা চলছে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর। নিজের পরিশ্রম, ছেলের সহযোগিতা আর আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তাকে অবলম্বন করে সামনে এগিয়ে যেতে চান রানী বেগম। তার আশা, একদিন তার মতো দেশের আরও অনেক অসহায় মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত হচ্ছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্স



নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদের আদলে ঢাকায় একটি আদর্শ মসজিদ গড়ে তোলা আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। সালাত আদায়ের পাশাপাশি এই মসজিদকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে জনকল্যাণমূলক নানা কার্যক্রম। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উচ্চতর ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র, পাবলিক লাইব্রেরি, নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কর্নার, শিশু-কিশোর সংস্কৃতিকেন্দ্র, ইমাম-খতিবদের জন্য দাওয়াহ প্রশিক্ষণকেন্দ্র, শরয়ী সমাধান ও কাউন্সেলিং সেবা, মুসাফিরখানা এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।

সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৪০ কাঠা জমির ওপর আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্স ও ইসলামিক সেন্টারের নির্মাণকাজ চলছে। তবে আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ ও সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও দাওয়াহর পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। ফলে বর্তমান জায়গায় সব কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করা কঠিন। প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে কমপ্লেক্সের পরিসর বাড়ানোর। সেই লক্ষ্যে মসজিদ কমপ্লেক্সের উত্তর পাশে ৩২ কাঠা জমি ক্রয়ের জন্য বায়না ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সাদাকায়ে জারিয়ার এই মহৎ কাজে অংশীদার হতে পারেন আপনিও।

এই প্রকল্পে অংশ নিতে

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

A/c Name: As Sunnah Foundation
A/c No. 20503100201496517
Branch: Badda, Dhaka
Routing Number: 125260341
SWIFT Code: IBBLBDDH
Bank Name: Islami Bank Bangladesh PLC

স্ক্যান করুন





‘হিড়মিড় করি ভাঙি গেল ঘর’ সেই বৃদ্ধা এলেন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায়

‘খুব হুরকা বাতাস, খুব ঝড়ি। এই ঝড়ি বাতাসে হিড়মিড় করি ভাঙি গেল ঘর। এই বাচ্চা দুইটাক বুকের ভেতর এইভাবে জাপটে ধরি আছিলাম। আরেনা হইলে মোর ছাওয়ারা মরি গেছিল রে আল্লাহ।’

নিজের নাতিদের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলার সময় কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে জরিনা বেগমের। সেই দিনের কথা মনে হলে এখনো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।

ঝড়–বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে যাওয়ার পর মানবেতর জীবন কাটাতে হয়েছে এই বৃদ্ধার পরিবারকে। মাথার ওপর টিনের ছাউনি দিয়ে খোলা জায়গায় রাত কাটিয়েছেন। অবশ্য ঝড়ের আগেও তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, এমনটা নয়। জোড়াতালি দেওয়া টিনের ঘরে পাঁচজনের সংসার। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি জরিনা বেগমের ছেলে। কিন্তু তিনিও অনেক দিন ধরে প্রায় বেকার। দৈনিক মজুরিতে কাজ পেলে যান, না হলে বাড়িতেই বসে থাকতে হয়। ফলে টেনেটুনে চলে সংসার।

তার একমাত্র ছেলে বর্তমানে বেকার। নিজেদের দুরবস্থার কথা জানাতে গিয়ে জরিনা বেগম বলেন, ‘টলির (ট্রলি) কামোত গেছলো। মনে করেন যে বালা, সেমেন্ট, ইট এইল্লা উবাইছোলো। এখন বেলে চাকরি করবে। তা চাকরি না পাইলে কি করবে। পাঁচটা পেট তো বাবা চলা নাগবে।’

এমন আর্থিক অবস্থায় ভাঙা ঘর মেরামত করার সামর্থ্য ছিল না পরিবারটির। অন্যদিকে, ছোট নাতিদের নিয়ে খোলা জায়গায় থাকাও ছিল কষ্টকর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটছিল তাদের।

এর মধ্যে একদিন আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের এক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের নজরে আসে জরিনা বেগমের অসহায়ত্বের কথা। এরপর এক মাসের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে নতুন ঘর পান তিনি। এখন ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতিদের নিয়ে সেই ঘরেই থাকছেন জরিনা বেগম।

এই প্রশিক্ষণে শেখানো হয় ইসলামের মৌলিক নানা বিষয়। সেই অভিজ্ঞতা জানিয়ে জরিনা বেগম বলেন, ‘আমরা যেগলা পড়ছি, এগিলা নিয়া পরীক্ষা হইছে। পরীক্ষাত পাশ করি ফাউন্ডেশন থেকে এই ঘর পাইছি। হারা দুআ করি বাবা তার জন্য।’

এই নারীর ছেলেও আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান। এরকম শক্তপোক্ত ঘর গড়ার সামর্থ্য তাদের কখোনো হতো কিনা, সে বিষয়েও প্রকাশ করেন সীমাবদ্ধতা। শেষমেশ তারা আবদার করেন, আজকে অন্তত নাশতা করে যাওয়ার জন্য। আমরা জানাই, যেটা নিয়মে নেই, সেটা আমরা করতে পারি না। আবদার ফিরিয়ে দিলেও মাতৃস্নেহভরা দুআ দিয়ে হাসিমুখে আমাদের বিদায় জানান জরিনা বেগম।

সেবা

মাছ–ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের জীবন–সংগ্রাম

ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি। চারপাশ যখন কুয়াশায় ঢাকা, তখন থেকেই শুরু হয় মাছ–ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের কর্মব্যস্ততা। কখনো আড়ত, কখনো বাজার, আবার কখনো গ্রামের কোনো পুকুর—প্রতিদিনের গন্তব্য আলাদা হলেও তার কাজ একই। মাছ খুঁজে বের করা, কেনা আর বিক্রি করা। প্রায় ৪০ বছর ধরে এটিই তার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়।

নজরুল ইসলামের ভাষায়, ‘আমার বাবা মাছের ব্যবসা করছিল, সেই ব্যবসার হাল আমি ধরি। ছয়টার পর থেকে আমরা ফজরের নামায পড়ে বের হই। তারপর আড়তে যাই, ডোমার যাই। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ সংগ্রহ করি।’

প্রতিদিনের এই যাত্রায় থেকে অনিশ্চয়তা। আজ কত মাছ পাওয়া যাবে, কত দামে বিক্রি হবে, আর দিন শেষে পকেটে কত টাকা থাকবে—তার কোনো হিসাব আগে থেকে লেখা থাকে না। প্রতিদিন তিন থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত মাছ সংগ্রহ করেন তিনি। দিনের শেষে ১১ হাজার টাকার মাছ বিক্রির সংখ্যাটা হয়তো খুব বড় কিছু নয়, কিন্তু এই টাকার মাঝেই জড়িয়ে থাকে দৈনিক বাজার খরচ, যাতায়াত, সংসার আর আগামীকালের ভাবনা।

এই দীর্ঘ পথচলায় তার পাশে আছেন বিশ্বস্ত সহকর্মী শ্রীদাস। গত দশ–এগারো বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন তারা। শ্রীদাস বলেন, ‘নজরুল ভাইয়ের সাথে ব্যবসা করি দীর্ঘ দশ–এগারো বছর... এখন শেয়ারে ব্যবসা করি। আমি অসুস্থ থাকলে তিনি ব্যবসা চালান, আর তিনি অসুস্থ থাকলে আমি চালাই।’

সচ্ছলতা থেকে অন্ধকারের পথ

সময়ের পালাবদলে নজরুলের জীবনে এমন কিছু ঝড় আসে, যা তার পায়ের নিচের মাটিটুকু কেড়ে নেয়। একসময় তিনি বেশ সচ্ছল ছিলেন, সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতেন অন্যদেরও। কিন্তু বড় ছেলের জীবন বাঁচাতে গিয়ে বদলে যায় পুরো পরিবারের চিত্র।

বড় ছেলের রংপুর মেডিকেল কলেজে তিনটি অপারেশন করতে খরচ হয় প্রায় ২০ লাখ টাকা। একে একে বিক্রি করতে হয় চারটি গাভি, ভিটেমাটি আর জমানো সমস্ত সম্পদ। কিন্তু চিকিৎসা শেষ হলেও তাদের জীবন আর



আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি। নজরুলের স্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, ‘আমরা তো ফকির ছিলাম না। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। বাবার অবস্থাও ভালো ছিল, শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও ভালো ছিল। নিজেরও একটা ভালো অবস্থান ছিল।’

একসময়ের সেই সচ্ছল পরিবারে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। এমন দিনও এসেছে যখন তার মনে হয়েছে, হয়তো একদিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।

ঘুরে দাঁড়ানোর নতুন আলো

পরিবারের একজন মানুষের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা কীভাবে পুরো পরিবারের চিত্র বদলে দিতে পারে, এটি তারই এক বাস্তব দলিল। তবে এই গল্পের এখানেই শেষ নয়। নজরুলের ইসলামের পাশে দাঁড়ায় আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পের আওতায় তাকে সহযোগিতা করা হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় নজরুল ইসলামকে নির্বাচন করার কারণ সম্পর্কে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক মাওলানা ফরিদ ইসলাম রানা জানান, ‘তিনি আগে থেকেই মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আর্থিক সংকট ও পুঁজির অভাবে ব্যবসা এবং পুকুরের প্রজেক্ট ঠিকভাবে চালাতে পারছিলেন না। তাই তাকে একজন উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করি।’

সহায়তা পাওয়ার পর নজরুল ইসলাম আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন। সম্প্রতি সহায়তা হিসেবে পাওয়া অর্থ দিয়ে তিনি আবার মাছের ব্যবসায় গতি এনেছেন। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটি বড় মাছের প্রজেক্ট করা এবং নিজের আগের অবস্থানে আবার ফিরে যাওয়া।

একসময় তার চারটি পুকুর ছিল, ছিল গরু ও জমি। এক এক করে সবকিছু হারিয়ে গেলেও নজরুলের এই গল্পটি আজ দারুণ এক অনুপ্রেরণা। কারণ, জীবনে কখনো কখনো সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, সব হারিয়েও আবার নতুন করে শুরু করতে পারা।

মাদরাসাতুস সুন্নাহ
শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশে সৃজনশীল নানা আয়োজন

পাঠ্যবই থেকে তত্ত্ব শেখা যায়, শেখানোও যায়। কিন্তু তা শিক্ষার্থীদের মনে কতটা গভীরভাবে গেঁথে থাকে, সেই প্রশ্ন বহু পুরোনো। যেমন রসায়নের কোনো বিক্রিয়া লিখে বোঝানো যায়। তবে পরীক্ষাগারে সেটি চোখের সামনে দেখানো হলে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাও অনুশীলন করলে, তা দীর্ঘদিন মনে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। সহজ ভাষায় একে বলে হাতে–কলমে শেখা।

কিন্তু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান আত্মস্থ করাই কি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য? ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী পড়াশোনায় ভালো। অথচ শিল্প–সাহিত্য–খেলাধুলায় তার আগ্রহ নেই। সবার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতেও পারে না। এমনকি ক্লাসের দলগত কাজে নেতৃত্ব দিতেও ভয় পায়। যোগাযোগ দক্ষতা নেই বললেই চলে। এমন বৈশিষ্ট্যের মানুষ হওয়া যে খুব একটা আকাঙ্ক্ষিত নয়, তা সবাই বোঝে।

তাই বলে কি প্রথম শ্রেণিতেই সব অর্জন করে ফেলতে হবে? এটা আদতে সম্ভব নয়। তবে পড়ালেখার পাশাপাশি এসব বিষয়ে চর্চার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে বাড়াতে পারে নিজেদের দক্ষতা। এ ভাবনা থেকেই মাদরাসাতুস সুন্নাহ নিয়মিত আয়োজন করছে পাঠ্যক্রম–সহায়ক নানা কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি কার্যক্রম— ‘হ্যান্ডরাইটিং কম্পিটিশন’, ‘আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এক্সিবিশন’ এবং ‘অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড লিডারশিপ ডে’। শ্রেণি ও বয়সভেদে সাজানো এসব আয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হয় সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও বাস্তবমুখী শিক্ষার ওপর।



▪ শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, ক্যালিগ্রাফি ও হাতে তৈরি বিভিন্ন মডেল

কল্পনার রঙে আঁকাআঁকি ও কারুশিল্পের পাঠ

কেউ এঁকেছে পবিত্র কাবা ঘরের ছবি, কেউ গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য, আবার কারও রংতুলিতে ফুটে উঠেছে পাহাড়ঘেরা নদীর পাশে ফুলের উদ্যান। শিশুদের কল্পনার এমন নানা রূপ দৃশ্যমান হয়েছে তাদের স্কেচবুকে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী এঁকেছে আরবি ক্যালিগ্রাফিও।

কারুশিল্পে (ক্র্যাফটিং) শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে আরও বিচিত্রভাবে। কাগজ, ক্লে, ককশিট, তুলা ও কটন বাডের মতো উপকরণ দিয়ে ছোট্ট হাতে তারা তৈরি করেছে হাসপাতাল, বাড়ি, ফুলের টব, কলমদানি ইত্যাদি। কেউ কেউ ছবিতে আঁকা দৃশ্যগুলোই ফুটিয়ে তুলেছে এসব উপকরণ দিয়ে। মাদরাসাতুস সুন্নাহর ক্যাম্পাস এবং আস–সুন্নাহর বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত ভবনের মডেলও তৈরি করেছে কয়েকজন শিক্ষার্থী।

প্লে গ্রুপ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ড্রয়িং ও কারুশিল্পের জন্য ছিল পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা। এমন চর্চা শিশুদের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পাশাপাশি ধৈর্য, মনোযোগ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে। অন্যদের কাজ দেখার মাধ্যমে তারা নতুন ধারণা পাওয়ারও সুযোগ পেয়েছে।

সুন্দর হাতের লেখায় যত্ন ও মনোযোগের চর্চা

কাউকে হাতে লিখে কিছু পাঠানো হলো। কিন্তু অস্পষ্ট হাতের লেখার কারণে তিনি পুরোটা বুঝতে পারলেন না। হয়তো অনেকেই শুনেছেন এমন অভিজ্ঞতার কথা। তাই সুন্দর হাতের লেখা কেবল সৌন্দর্যের বিষয়



▪ হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থী

নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্পষ্টভাবে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা। একই সঙ্গে এটি গড়ে তোলে মনোযোগ ও যত্নের অভ্যাসও।

মাদরাসাতুস সুন্নাহর 'হ্যান্ডরাইটিং কম্পিটিশন'–এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল সুন্দর হাতের লেখার চর্চায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা। পাশাপাশি লেখার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোও ছিল এ আয়োজনের উদ্দেশ্য। এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি—তিনটি ভাষায় মূল্যায়ন করা হয় তাদের হাতের লেখা। প্রতিটি সেকশন থেকে বিজয়ী নির্বাচিত করা হয় একজন করে শিক্ষার্থীকে।

শিশুরাই উদ্যোক্তা, শিশুরাই ক্রেতা

বর্তমান বিশ্বে উদ্যোক্তা হওয়ার ধারণাটি বহুল আলোচিত। সবাই উদ্যোক্তা হবে না, তবে উদ্যোগ নেওয়ার মানসিকতা, নেতৃত্ব ও ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই মাদরাসাতুস সুন্নাহ আয়োজন করেছিল 'অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড লিডারশিপ ডে'।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মাদরাসা অঙ্গনে বসে মোট ১১টি স্টল। এর মধ্যে ছাত্রদের সেকশনের সাতটি এবং ছাত্রীদের সেকশনের চারটি। প্রতিটি স্টলে উদ্যোক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ছয়জন শিক্ষার্থী। স্টলগুলোতে ছিল মূলত স্টেশনারি ও মাদরাসায় ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী। প্রতিটি স্টলে মেন্টর হিসেবে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন দুজন শিক্ষক। অন্য শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় ক্রেতা হিসেবে।

এই আয়োজনটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল মাদরাসার ছাপানো নিজস্ব প্রতীকী টাকা বা 'ডেমো মানি'। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৫০ টাকা মূল্যের এই প্রতীকী টাকা দেওয়া হয়। তা ব্যবহার করেই তারা বিভিন্ন স্টল থেকে পণ্য কেনে। এভাবে প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে প্রতীকী টাকা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পণ্য নির্বাচন, কেনাবেচা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সৌন্দর্য, উপস্থাপনা ও আকর্ষণের ভিত্তিতে ছাত্র ও ছাত্রীদের সেকশন থেকে একটি করে স্টলকে 'মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ স্টল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। বিক্রয়, বিপণন কৌশল ও সার্বিক কর্মদক্ষতা বিবেচনায় দুটো দল পায় 'বেস্ট অন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যাওয়ার্ড'। এছাড়া উদ্যোক্তা ও ক্রেতা হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয় পৃথক সনদ।



▪ শিক্ষার্থীদের স্টল, প্রতীকী টাকায় কেনাবেচা

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ দিকনির্দেশনামূলক সেশন। এটি পরিচালনা করেন একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি হেড। এতে আলোচনা করা হয় স্টল পরিচালনা ও কেনাবেচার প্রক্রিয়া নিয়ে। ধারণা দেওয়া হয় বিক্রয়কৌশল সম্পর্কেও। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

নিয়মিত পড়াশোনায় ব্যাঘাত না ঘটিয়েই সম্পন্ন করা হয়েছে এই আয়োজন। প্রস্তুতির জন্যও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের বহুমুখী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি তারা সৃজনশীলতা, শৈল্পিক প্রতিভা, উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করবে।

বুফের বাহারি পদে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতার প্রদর্শনী



বুফেতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে—কী খাব, আর কী বাদ দেব! কাজটি মোটেও সহজ নয়। ধরা যাক, কাটলেট, ফ্রাইড রাইস আর চিকেন খেয়েই ভরিয়ে ফেললেন পেট। তখন কিন্তু মাটন রোগান জোশ, সরষে ইলিশ কিংবা ফিরনি না চেখে দেখার আফসোস নিয়েই বাড়ি যেতে হবে। সহকর্মীও হয়তো ফেরার পথে বলে বসবেন, 'আহা, ইলিশের পদটা যা জমেছে না!' তাই মন ও পেট—দুটোকে খুশি রাখতে খাবার বাছাইয়ে চাই একটু হিসাব-নিকাশ।

গত ৩ অক্টোবর সুযোগ হয়েছিল এমনই এক বুফে সন্ধ্যায় যাওয়ার। তবে আয়োজনটি কেবল খাওয়া-খাওয়ানোর নয়। আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি ছিল প্রফেশনাল কুকিং অ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা। ফলে প্রতিটি পদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রশিক্ষণার্থীদের পরিশ্রম, অর্জিত দক্ষতা ও স্বপ্নপূরণের পথে হাঁটার গল্প। তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান ষষ্ঠ ব্যাচের ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী। এর মাধ্যমেই সফলভাবে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন তারা।

টুকটাক রান্নার শখ থেকে পেশাদার 'কুক' হওয়ার স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ আল মামুন কাজ করতেন পোশাক কারখানায়। দায়িত্ব ছিল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু কর্মস্থলে অধিকাংশ সহকর্মী নারী হওয়ায় তিনি নিজের দ্বীন রক্ষায় পড়ে যান দ্বিধায়। একপর্যায়ে নিজের চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে কিছু করার স্বপ্নও ছিল তার।

রান্নার প্রতি মামুনের আগ্রহ বহুদিনের। ইউটিউবের রেসিপির ওপর ভরসা করে বাসায় রেঁধে খাওয়াতেন মা, স্ত্রী, বোন—সবাইকে। এজন্য রান্না শুরুর আগে সংগ্রহ করে নিতে হতো প্রয়োজনীয় উপকরণ। অথচ এই প্রশিক্ষণ তাকে শিখিয়েছে, শুধু রেসিপি অনুসরণ নয়, হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ভালো খাবার তৈরি করাই দক্ষ রাঁধুনির কাজ।

> পরিচ্ছন্নতা, উপকরণের নিরাপদ ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রস্তুতপ্রণালি সম্পর্কে বিস্তারিত শেখানো হয় এই কোর্সে। কারণ খাবার আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ হওয়াও জরুরি।
>
> মাসুদ মাহমুদ, কোর্স সমন্বয়ক
> প্রফেশনাল কুকিং অ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট কোর্স

স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির নিয়মকানুনও শিখেছেন তিনি। এখন জানেন, কাঁচা মাছ-মাংস ও সবজি কাটার জায়গা আলাদা রাখা জরুরি। তা না হলে এক খাবার থেকে অন্য খাবারে ছড়াতে পারে ক্ষতিকর জীবাণু। অর্থাৎ সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করাও



পেশাদার রাঁধুনির দায়িত্ব।

কোর্সের অংশ হিসেবে নিজেদের তৈরি খাবার বিক্রির অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাদের। মামুনের ভাষায়, শুরুতে কাজটি চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে এতে জড়তা কেটেছে, বেড়েছে গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলার আত্মবিশ্বাস। শিখেছেন পণ্য বিক্রির কৌশলও।

এখন ছয় মাস থেকে এক বছর কোথাও কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান মামুন। এরপর সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছে থেকেই এই কোর্সে আসা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শরীফ উদ্দীন দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেছেন। তবে পেশা হিসেবে 'কুকিং'–এ আগ্রহ থাকায় ভর্তি হয়েছিলেন এই কোর্সে।

রান্নার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার ধারণাও পেয়েছেন তিনি। এই আলেম বলেন, বাংলা খাবার তৈরিতে তার আগ্রহ ও দক্ষতা বেশি। তেহারি, দম বিরিয়ানি, ভাত–মাংসের মতো পরিচিত দেশি খাবার নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এসব দেশি খাবারকে ঘিরেই নিজ এলাকায় ব্যবসা গড়ে তুলতে চান শরীফ।

আরেক তরুণ মো. হাবিবুর রহমান। করতেন মার্কেটিংয়ের চাকরি। রান্নায়ও আগ্রহ ছিল। তাই অনলাইনে কোর্সের বিজ্ঞপ্তি দেখেই ঝটপট করে ফেলেন আবেদন। হাবিবুর জানান, দক্ষ রাধুনী হয়ে নিজের একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে চান।

তিন মাসে দৃশ্যমান পরিবর্তন

প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশিক্ষক ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জানান, তিন মাসে সবার দক্ষতায় দেখেছেন লক্ষণীয় উন্নতি। এখন তারা যেকোনো রেস্তোরাঁয় কাজ করতে সক্ষম। তবে কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আরও পরিণত হতে হবে।

তার মতে, বিশেষ করে কাটিংয়ের দক্ষতায় হয়েছে উল্লেখযোগ্য উন্নতি। আর নির্দিষ্ট ধরন হিসেবে ভারতীয় কুইজিনে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। রান্নার পাশাপাশি দাওয়াহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষাও পেয়েছেন এই তরুণেরা।

কোর্সের সমন্বয়ক মাসুদ মাহমুদ প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের শেখার প্রচণ্ড আগ্রহ তাকে অবাক করেছে। এই আগ্রহের কারণেই ভালো হয়েছে প্রশিক্ষণও। রান্না করা খাবার খেলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রান্না যখন নৈতিক দায়িত্ব

খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা। চিকিৎসকেরাও আজকাল প্রায়ই বলেন, খাদ্যাভ্যাসের কারণে বর্তমানে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক রোগ। এমনকি পুরোনো রোগের তীব্রতাও বাড়ছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে রান্না কেবল স্বাদ তৈরি বা ব্যবসা নয়, বরং দায়িত্বের বিষয়ও।

এক প্রশিক্ষণার্থীর মতে, খাবারে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে, তা জানা রাঁধুনির জন্য জরুরি। নিরাপদ খাবার পরিবেশনকে নিজের পবিত্র দায়িত্ব মনে করলে খাদ্যবাহিত অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতেও ভূমিকা রাখা সম্ভব।

মাসুদ মাহমুদ জানান, পরিচ্ছন্নতা, উপকরণের নিরাপদ ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রস্তুতপ্রণালি সম্পর্কে বিস্তারিত শেখানো হয় এই কোর্সে। কারণ খাবার আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি নিরাপদ হওয়াও জরুরি।

কারও কাছে এই প্রশিক্ষণ নতুন কর্মজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি, কারও কাছে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রথম ধাপ। আবার কেউ আগে থেকেই রান্না জানতেন, কিন্তু পেশাদার দক্ষতার অভাব ছিল। ভালো রান্নার জন্য যেমন প্রয়োজন উপকরণ, কৌশল ও অনুশীলনের সমন্বয়, তেমনই সফল কর্মজীবনের জন্য দরকার দক্ষতা, সততা ও অধ্যবসায়। আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের এই আয়োজন সেই সমন্বয় গড়ে তোলারই একটি প্রয়াস।

গত কোর্সের শিক্ষার্থীদের তৈরি খাবার










স্ত্রী–সন্তান আলাদা, বৃদ্ধ মায়ের সঙ্গেই নতুন আশ্রয়ে অসুস্থ হোসেন আলী

হোসেন আলীর গল্পটা একটু অন্যরকম। কয়েক বছর ধরে অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন তিনি। পায়ের সমস্যার কারণে তেমন হাঁটাচলাও করতে পারেন না। মধ্যবয়স্ক এই ব্যাক্তি যখন অসুস্থ হলেন, তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানান স্ত্রী–সন্তান। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তার বৃদ্ধা মায়ের শরীরে বাসা বেঁধেছে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ নানা রোগ। এদিকে আয়েরও তেমন ব্যবস্থা নেই। মা ভিক্ষা করেন, আর শরীর সায় দিলে বাদাম, আলুর চিপস বিক্রি করেন ছেলে। তবে সবচেয়ে বড় সংকট ছিল আবাসন। বৃষ্টির দিনে ঘরের ভেতরে ঘুমালেও শরীর ভিজে যেত। রাতে ঘরে ঢুকে পড়ত কুকুর। এমন পরিবেশে আদতে স্বস্তিতে থাকা যায় না।

আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কেটেছে সেই আবাসন–সংকট। বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ ঘর পেয়েছেন রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার ধুমগাড়া এলাকার বাসিন্দা হোসেন আলী। তার মায়ের ভাষ্যে, ‘মানুষ কয়, আল্লাহ তোক বাচাইছে। খা না খা, কায়ো দেউক না দেউক, অটে পড়ি থাকপার পাবু।’

তবে হোসেন আলীর জীবন সব সময় এমন ছিল না। তরুণ বয়সে নানা ধরনের কাজ করেছেন, জড়িত ছিলেন ছোটখাটো ব্যবসায়। চার সন্তান নিয়ে সুখেই কাটছিল তার দিন। নিজের হাতে দিয়েছেন ছেলের বিয়েও। একপর্যায়ে টাকা জমিয়ে ঘর বানানোর জন্য কেনেন পাঁচ শতাংশ জমি। জমির মালিকানায় রাখেন নিজের ও স্ত্রীর নাম।

করোনা মহামারির পরপরই টুকটাক ব্যবসা করতে কুমিল্লায় যান তিনি। সেখানেই প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়িতে ফিরে চিকিৎসার কথা জানান পরিবারকে। তার স্ত্রী গরু বিক্রি করে মাত্র ৩ হাজার টাকা দেন। হোসেন আলী লক্ষ করেন, স্ত্রী তাকে আর আগের মতো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এমনকি নিজের কেনা জমিতেও তাকে যেতে নিরুৎসাহিত করেন। এ প্রসঙ্গে আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘৫ শতক মাটি কিনছিলাম। কিনার পর দুইজনে (স্বামী–স্ত্রী) ভাগ করি নিছি। ভাবছি, ও আর আমি তো একই। পরে কয়, খাজনাপাতি দেছে, অমুক–তমুক করছে। চিকরাচিকরিও (চিৎকার) করতে পারি না, কাজিয়াও (ঝগড়া) করতে পারি না। অর্থও নাই, শরীরে বল তাও নাই। কর্মও করতে পারি না। অতএব জ্বালা যন্ত্রনায় এগুলা বাদসাদ দিয়া এখানে চলি আসছি। এখন তারা আমাক ছাড়ছে আরকি। খোঁজ–খবর নেয় না, দেখে না।’

এখন মায়ের সঙ্গেই থাকেন হোসেন আলী। সরকারি খাসজমিতে প্রায় ৪০ বছর ধরে বসবাস করছেন তার মা। সেখানেই নির্মিত হয়েছে তাদের নতুন ঘর। এছাড়া আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ‘ইফতার বিতরণ’ কার্যক্রম ও ‘সবার জন্য কুরবানী’ প্রকল্প থেকেও সহায়তা পেয়েছেন তিনি।

অতীতের কষ্টের কথা স্মরণ করে হোসেন আলী বলছিলেন, ‘আমাক যখন ঘর থাকি বাইর করি দেছে, আমি কই, আল্লাহ, আমি থাকার একটা ঘর কি পাব না! কোথাও কি আমার আশ্রয় হবে না! তা আল্লাহর কি কাম, কিছুদিন পরেই এই ঘর পেয়ে গেছি। এখন আমরা সুখে আছি। আল্লাহর কাছে লাখ শুকরিয়া।’

ব্যাটল অব কাপ—সিজন সিক্সের চ্যাম্পিয়ন ‘গ্রোথ হান্টার্স’

সেলস পেশায় সফল হতে কিংবা পণ্য বিক্রি করতে জানতে হয় আধুনিক বিক্রয় ও বিপণন কৌশল। পাশাপাশি বুঝতে হয় গ্রাহকের মনস্তত্ত্ব। এসবের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ব্যাবসায়িক দক্ষতা। আর এই দক্ষতা অর্জনের পাঠ দেওয়া হয় আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের ‘দ্য আর্ট অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং’ কোর্সে। তবে তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জন আর কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, দেশের বাজারে কাজ শুরু করার আগে কতটা প্রস্তুত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা?



এর উত্তর মিলবে সম্প্রতি শেষ হওয়া কোর্সটির একটি প্রতিযোগিতা, ‘ব্যাটল অব কাপ’—এ। এটি এ আয়োজনের ষষ্ঠ আসর। ১২তম ব্যাচের ২৫ জন শিক্ষার্থী চারটি দলে ভাগ হয়ে এতে অংশ নেন। পণ্য হিসেবে তাদের দেওয়া হয় প্যাকেটজাত চা ও কাপ চা (এয়ারপট ফ্লাস্কে করে বিক্রিত চা)। ঢাকার ১৫টিরও বেশি স্থানে স্টল বসিয়ে পণ্য বিক্রি করেন তারা। ১১ অক্টোবর শুরু হওয়া এ কার্যক্রম চলে ১৩ দিন। এই সময়ে তারা বিক্রি করেন মোট ৮৩ হাজার ৭১০ টাকার পণ্য। এতে লাভ হয় ৪৭ হাজার ৯৬০ টাকা।

ব্যাটল অব কাপ মূলত একটি ধারাবাহিক ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রকল্প। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অর্জিত বিক্রয় ও ব্যবসাবিষয়ক জ্ঞান বাস্তব বাজারে প্রয়োগের সুযোগ পান। দলগতভাবে পণ্য বিক্রি, ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ, বাজার পরিস্থিতি মোকাবিলা, হিসাব সংরক্ষণ এবং বিক্রয়–পরবর্তী ফলাফল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায় তাদের বিক্রয় দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলি। পাশাপাশি তৈরি হয় সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা।

প্রকল্প শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে হয় ‘মার্কেট ডিটেক্টিভ প্রোগ্রাম’–এ। এর মাধ্যমে তারা বাজার ও ক্রেতার আচরণ, পণ্যের চাহিদা এবং ক্রেতারা কোন বিষয় বা পণ্যে আকৃষ্ট হন, সে সম্পর্কে ধারণা পান। পাশাপাশি জানতে পারেন মাঠপর্যায়ে ব্যবসা পরিচালনার বাস্তবতাও। সফল ও ব্যর্থ ব্যবসার উদাহরণ, পণ্য উপস্থাপন, বিক্রয় কৌশল এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের।

প্রস্তুতি শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণত চারটি দলে ভাগ করে পাঠানো হয় মাঠে। প্রকল্প চলাকালে শিক্ষকরা সরাসরি মাঠপর্যায়ে তত্ত্বাবধান করেন। ষষ্ঠ সিজনে এ দায়িত্বে ছিলেন মো. নেসার উদ্দিন মারুফ ও মো. কামরুল ইসলাম। প্রকল্পের পুঁজি শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বহন করেন। ব্যবসা থেকে অর্জিত লাভও তাদের মধ্যেই থাকে।

এর আগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ব্যাটল অব কাপের পাঁচটি সিজন। এবারের সিজনে ১৫ হাজার ৮৬০ টাকা লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হয় ‘গ্রোথ হান্টার্স’ দল। দলের সদস্যরা হলেন মো. মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, মো. মাজহারুল হক, মো. আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ও মো. আব্দুল্লাহ আল লোমান। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে ৯ হাজার ৭৪০ টাকার পণ্য বিক্রি করে সেরা বিক্রেতা নির্বাচিত হন ‘ভিক্টর’ দলের মুশফিক।



শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ভবিষ্যৎ ওয়েল্ডাররা

শেখার পাশাপাশি কর্মজীবনের প্রস্তুতি

তীব্র গরমের মধ্যে গায়ে মোটা জ্যাকেট, পায়ে বুট, হাতে গ্লাভস আর মাথায় ভারী হেলমেট। ঘাম ঝরিয়ে ওয়েল্ডিং শেখা প্রতিটি তরুণ জানেন, দক্ষতা অর্জনের পথ কতটা কঠিন। তবে কোর্স শেষে যখন চাকরির নানা সুযোগ সামনে আসে, তখন সেই কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যায়।

মো. মহিউদ্দীনের কথাই ধরুন। যন্ত্রকৌশলে ডিপ্লোমা করেছেন। এরপর দেশে ও বিদেশে চাকরি করেছেন কয়েক বছর। নানা পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছেন, বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকলে উপার্জন নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমে যায়। তাই দেশে ফিরে ভর্তি হন আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের 'ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন' কোর্সে। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত?

ভাইদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন উল্লেখ করে মহিউদ্দীন বলেন, 'আমার দুই ভাই ওয়েল্ডার। ইউরোপে থাকে, ভালো আয় করে। আমিও এই স্কিল শিখে ভাইদের মতো ক্যারিয়ার গড়তে চাই। এজন্যই এত কষ্ট করা।' যন্ত্রকৌশলে পড়াশোনা এবং ওয়েল্ডারদের জীবন সম্পর্কে ধারণা থাকায় এ পেশায় সফলভাবে নিজের জীবন গড়তে পারবেন বলে মনে করেন তিনি।

তবে মহিউদ্দীন আলাদাভাবে উল্লেখ করেন এই ইনস্টিটিউটের ইসলামী শিক্ষার কথা। তিনি জানান, অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও এত আল্লাহভীতি কোথাও দেখেননি। ইসলাম শেখানোর ব্যাপারেও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখানকার তুলনা হয় না বলে মনে করেন এই তরুণ।

> কিছু কোম্পানি নিজেরাই আস–সুন্নাহ থেকে দক্ষ কর্মী চায়। আবার আমরাও যোগাযোগ করি। ফলে কারও কাজের অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ।
>
> **মাজহারুল ইসলাম,**
> কোর্স সমন্বয়ক

তবে সব প্রশিক্ষণার্থী মহিউদ্দীনের মতো অভিজ্ঞ নন। শিখতে আসার সময় কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না অনেকেরই। তাছাড়া প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কাজ শেখা আর বাস্তব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাও এক নয়। ফলে বড় কারখানা কিংবা শিপইয়ার্ডে কাজের পরিবেশ কেমন, কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, কোন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়—এসব জানা গুরুত্বপূর্ণ। এ খাত সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দিতেই আয়োজন করা হয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট)। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি কোর্সটির দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীরা পরিদর্শন করেছেন আনন্দ শিপইয়ার্ড।

চার মাসের 'ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন' এ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে–কলমে মেশিন সেটআপ, ধাতু



প্রস্তুতকরণ, জয়েন্ট ফিট–আপ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার ও নিরাপত্তাবিধি সম্পর্কে শেখেন। পাশাপাশি গ্যাস ওয়েল্ডিং ও কাটিং, আর্ক (১জি–৪জি), মিগ (১জি–৪জি), টিগ (৬জি) এবং পাইপ ওয়েল্ডিংয়ের (৫জি ও ৬জি) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ও সিম্বল পড়া, ওয়েল্ডিংয়ের ত্রুটি শনাক্তকরণ ও মেরামতের মধ্য দিয়ে শাণিত হয় মান নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। এভাবে ওয়েল্ডিংয়ের বিভিন্ন পজিশনে (১জি–৬জি) কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করেন প্রশিক্ষণার্থীরা। শিপইয়ার্ডে কীভাবে এসব কাজ করা হয়, তা কাছ থেকে দেখতেই

> প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কাজ শেখার সময় বাস্তব কর্মক্ষেত্রের নানা বিষয় অজানা থেকে যায়। শিপইয়ার্ডে গিয়ে সেসব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আন্তরিকভাবে তারা আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। খুঁটি–নাটি জেনে নিয়েছি।
>
> জুবায়ের, শিক্ষার্থী

এই সফর। এসময় দুটি বিদেশি জাহাজ ঘুরে দেখার সুযোগ পান প্রশিক্ষণার্থীরা। জাহাজের বিভিন্ন অংশ, ট্যাংক ও ইঞ্জিনরুমের পাশাপাশি বড় বড় যন্ত্রপাতি এবং স্টিলের কাঠামো সম্পর্কেও ধারণা পান তারা।

কোর্সটির সমন্বয়ক মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রশিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ শেখেন। কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর সমস্যায় পড়তে পারেন। এ কারণেই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের। সবার বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে।’

আরেক প্রশিক্ষণার্থী জুবায়ের হোসেন। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। পড়াশোনা শেষে হয়তো চাকরি করতেন। কিন্তু বাবাকে হারানোর পর অল্প বয়সেই কর্মজীবন নিয়ে ভাবতে হয়েছে তাকে। সিদ্ধান্ত নেন, পড়াশোনার পাশাপাশি অর্জন করবেন একটি কারিগরি দক্ষতা। জুবায়েরের ভাষায়, ‘দক্ষতা এমন জিনিস, যা কেড়ে নেওয়া যায় না। বরং যত সময় যাবে, এই সেক্টরে আমার মান ও দাম বাড়বে।’

শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এই তরুণ। জুবায়ের বলেন, ‘প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কাজ শেখার সময় বাস্তব কর্মক্ষেত্রের নানা বিষয় অজানা থেকে যায়। শিপইয়ার্ডে গিয়ে সেসব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আন্তরিকভাবে তারা আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। খুঁটি–নাটি জেনে নিয়েছি।’

আস–সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ এবং প্রশিক্ষকদের সহযোগিতায় মুগ্ধ এই কোর্সের শিক্ষার্থীরা। তাদের মতে, একই ধরনের উপকরণ ও কারিগরি সুবিধা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না, তা তাদের জানা নেই। অর্থও হয়তো অনেক বেশী প্রয়োজন হতো। সামগ্রিকভাবেই তারা কৃতজ্ঞ।

কোর্স শেষেও শেষ হয় না প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। তাদের চাকরির জন্যও এই ইনস্টিটিউট চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে দেশের নাম করা কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রথম ব্যাচের কয়েকজন ওয়েল্ডার হিসেবে কাজ করছেন। কয়েকজন চেষ্টা করছেন বিদেশে যাওয়ার।

মাজহারুল ইসলাম বলেন, কিছু কোম্পানি নিজেরাই আস–সুন্নাহ থেকে দক্ষ কর্মী চায়। আবার আমরাও যোগাযোগ করি। ফলে কারও কাজের অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি আশা করেন, এখানে কোর্স করা প্রতিটি ওয়েল্ডার দেশে ও বিদেশে সফলতার সাথে ক্যারিয়ার গড়বে।



দাওয়াতুস সুন্নাহর ১০ম ক্যাম্পিং : দক্ষতা ও আত্মশুদ্ধির মেলবন্ধন

পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির চমৎকার সমন্বয় ঘটাতে নিয়মিত কাজ করছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দাওয়াহ প্ল্যাটফর্ম 'দাওয়াতুস সুন্নাহ'। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্স ও ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৩ দিনব্যাপী (১৮ থেকে ২০ অক্টোবর) ১০ম বিশেষ তরবিয়তি ক্যাম্পিং। আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট পরিচালিত 'The Art of Sales and Marketing' কোর্সের (১৩তম ব্যাচ) ২৪ জন শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পিংয়ে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী ২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন ছিলেন হাফেজ-আলেম এবং ১৩ জন সাধারণ শিক্ষাধারায় পড়াশোনা করা শিক্ষার্থী। ৩ দিনের এই নিবিড় আবহে সাধারণ ধারার ১৩ জন শিক্ষার্থীকে ১০টি সূরা ও নামাযের অভ্যন্তরীণ দুআসমূহ পুরোপুরি মুখস্থ করানো হয় এবং ১৮ জন শিক্ষার্থীকে শেখানো হয় নামায পরবর্তী দুআসমূহ। এছাড়া সবাই 'ঈমানের অপরিহার্য পাঠ' বইটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

সেলস ও মার্কেটিংয়ের মতো সমসাময়িক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ৩ দিনের এ ক্যাম্পিং থেকে শিক্ষার্থীরা মূলত যা যা শিখলেন:

- ইসলামের মৌলিক ও ঈমানি জ্ঞান অর্জন: আকাইদ, ঈমান ও ইসলামের প্রাথমিক ও অপরিহার্য বিষয়াবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা লাভ।
- ওযু ও নামাযের প্রায়োগিক শিক্ষা: প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যাবহারিক উপায়ে সঠিক নিয়মে ওযু সম্পাদন ও নির্ভুলভাবে নামায আদায়ের পদ্ধতি শেখা।
- মাসনূন দুআ ও আযকার মুখস্থকরণ: নামাযের মধ্যকার ও নামায-পরবর্তী দুআসমূহ, সকাল-সংধ্যার মাসনূন যিকির এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দুআসমূহ মুখস্থ করা।
- নতুন নফল আমলের অনুশীলন: প্রতিদিনের জীবনের নিয়মিত নফল ইবাদত—যেমন তাহাজ্জুদ, চাশত ও ইশরাকের নামায আদায়ের বাস্তব নিয়ম শেখা ও চর্চা করা।
- জীবনদর্শনের সঠিক দিকনির্দেশনা: সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী, সে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান ও সচেতনতা লাভ।
- সুন্নাহসম্মত জীবনের অনুপ্রেরণা: দৈনন্দিন চলাফেরা, লেনদেন ও আচরণের প্রতিটি পদক্ষেপে সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার আত্মিক উৎসাহ লাভ।
- মসজিদকেন্দ্রিক আমলি পরিবেশ: আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মসজিদ কমপ্লেক্সের সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আধ্যাত্মিক আমলি পরিবেশকে উপভোগ করা।

সব মিলিয়ে, পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তি সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জীবনকে সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করার এক অনন্য অভিজ্ঞতা ও নবপ্রেরণা নিয়ে ক্যাম্পিং শেষ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল তা-ই, যা নিয়মিত করা হয়—
যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। সহীহ বুখারী, ৬৪৬৪



নিয়মিত দানে অবিরত সওয়াব

ছোট ছোট নিয়মিত দান, বদলে দিতে পারে অগণিত জীবন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও অনুদানে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালনা করে আসছে নানা কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

আপনার সামান্য নিয়মিত অনুদানও হতে পারে কোনো অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর, কারও কষ্ট লাঘবের কিংবা কারও জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালানোর মাধ্যম, ইনশাআল্লাহ।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন ব্যস্ততায় অনেক সময় নিয়মিত দান করা হয়ে ওঠে না। এভাবে যেন দানের সুযোগ হাতছাড়া না হয়, সেজন্য আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন নিয়ে এসেছে সহজ ও সুবিধাজনক 'অটো-পে' (Auto-Pay) ব্যবস্থা।

কেন যুক্ত হবেন অটো-পে ব্যবস্থায়?

- আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনকে সচল ও সবল রাখতে
- ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রমের অংশীদার হতে
- নিয়মিত দানের সওয়াব পেতে
- দানের কথা মনে রাখার ঝামেলা এড়াতে
- নিজের সুবিধামতো দান করতে
- প্রয়োজনে পরিবর্তন বা বন্ধ করার সুযোগ
- সহজে অনুদান দিতে

স্ক্যান করুন

কীভাবে অটো-পে চালু করবেন?

১. নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।

২. বিকাশ, নগদ বা কার্ডের মধ্যে আপনার পছন্দের মাধ্যম এবং অনুদানের পরিমাণ নির্বাচন করুন।

৩. দৈনিক বা মাসিক ভিত্তিতে অনুদানের অপশন বেছে নিয়ে সেবাটি চালু করুন।

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ইমাম–খতীবদের নিয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মসজিদ শুধু ইবাদতের জায়গা নয়; এটি সমাজের চিন্তা, চরিত্র ও সংস্কারের একটি কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম ও খতীবদের যুগোপযোগী দক্ষতায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। মসজিদের মিম্বর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে এই কর্মশালা পরিচালিত হয়। দ্বীনি দাওয়াতকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ফলপ্রসূ করা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ইমামদের ভূমিকাকে আরও কার্যকর করা—এটিই ছিল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।



সেই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত হয় ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের ইমাম–খতীবদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা। পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত এই আবাসিক প্রশিক্ষণে দুই ধাপে অংশ নেন ২১৪ জন নির্বাচিত ইমাম ও খতীব। রাজধানীর আফতাবনগরে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে সমকালীন চ্যালেঞ্জ, দাওয়াহ, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অংশগ্রহণের চিত্র

ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালার ৬ষ্ঠ পর্বটি ছিল ময়মনসিংহ বিভাগের ইমাম–খতীবদের নিয়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই পর্ব। সেখানে ৬৭৮ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে যাচাই–বাছাই করে ১০৬ জন ইমাম ও খতীবকে নির্বাচিত করা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলা থেকে তারা অংশ নেন।

এই প্রশিক্ষণের ৭ম পর্বটি ছিল সিলেট বিভাগের ইমাম–খতীবদের নিয়ে। ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই পর্বটি। সেখানে ৬২৬ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে ১০৮ জনকে নির্বাচন করা হয়। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার ইমাম–খতীবরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

উভয় পর্বের অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮১.৫৪ শতাংশ ঐতিহ্যগত কওমি ও আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি সমন্বিত ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আর ৮৪.০৯ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তরুণ ও উদ্যমী এই প্রজন্মের উপস্থিতি প্রশিক্ষণটিকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও কর্মমুখী।

প্রশিক্ষণের বিষয়

আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে একজন ইমামকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করে তুলতে কর্মশালায় ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয় :

- আদর্শ ইমামের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, লিডারশিপ ও পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট
- ইসলামী চিন্তাধারা ও সমকালীন বিভিন্ন মতবাদের পরিচয়
- সায়েন্টিজম, সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ মোকাবিলার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল
- মসজিদকে প্রোডাক্টিভ করার কৌশল, টাইম ম্যানেজমেন্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা
- ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, পাবলিক স্পিকিং, দাওয়াহ ও মনস্তত্ত্ব
- মডার্ন টুলস ও ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ব্যবহার
- এলজিবিটিকিউ ও জেন্ডার ফিতনার ভয়াবহতা রোধ
- খ্রিষ্টান মিশনারি ও কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা মোকাবিলা
- ইমামদের আত্মনির্ভরশীলতায় বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- আধুনিক প্যারেন্টিং, দৈনন্দিন শরীরচর্চা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

এই সেশনগুলো শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি ছিল না; বরং তা ছিল বাস্তব সমস্যা ও সমসাময়িক প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। ইমামরা শিখেছেন কীভাবে মসজিদকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করা যায়, সময়কে কাজে লাগানো যায়, জনসংযোগ আরও কার্যকর করা যায় এবং তথ্যযুগের ভুল তথ্য যাচাই করা যায়। একই সঙ্গে আলোচনা হয়েছে পারিবারিক জীবন, সন্তান প্রতিপালন, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়েও।

সমাপনী বার্তা

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী ইমাম ও খতীবরা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এখান থেকে তারা সমসাময়িক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন।

সমাপনী বক্তব্যে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ অংশগ্রহণকারীদের সুপ্রশস্ত মানসিকতা নিয়ে ভিন্ন মতের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যাশা করেন, প্রশিক্ষিত ইমামরা নিজ নিজ এলাকায় মসজিদকেন্দ্রিক কাজের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

মসজিদের মিম্বর যদি সত্যিকার অর্থে সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হয়, তবে সেখান থেকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়—চরিত্র, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধেরও বার্তা ছড়িয়ে পড়বে। এই প্রশিক্ষণ সেই প্রত্যাশাকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।





অক্টোবর মাসে সম্পন্ন হয়েছে যেসব কোর্স

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে আসছে আস–সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স। অক্টোবর মাসে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করা একাধিক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা রইলো এখানে।

MOTORCYCLE 3RD BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
301	MD. EHSAN TALUKDAR	Jashore	016*****438
302	MEHEDI HASSAN MIRAJ	Naogaon	013*****938
303	MD RASHED	Cumilla	018*****078
304	MD. ISMAIL FORAZI	Gopalganj	019*****555
305	MD. SAFWAN	Kishoreganj	019*****626
306	MD. MASUM BILLAH	Chandpur	016*****880
307	NESAR ALI	Thakurgaon	013*****273
308	OBAIDUL HUQ	Barishal	019*****802
309	MD..AKIMUL HASAN	Sherpur	019*****483
310	MD. NURUZZAMAN	Kishoreganj	017*****619
311	MD NAYEEM HOSSAIN	Jhalokati	017*****094
312	JINNA IMRAN	Pirojpur	019*****501
313	MD .MUZAHIDUL ISLAM	Netrokona	016*****097
314	MD SOJIB HOSSAIN	Lalmonirhat	018*****563
315	ISMAIL	Noakhali	018*****800
317	AHMED BIN MUIN	Chattogram	018*****898
318	MD SELIM SARDER	Rajbari	016*****629
319	MD.TANBIN HUDA	Kurigram	017*****622
320	MD ARIF PRAMANIK	Faridpur	019*****589
321	MD. SAIFUL ISLAM	Sunamganj	017*****199
322	MD. ALAMGIR HOSSEN	Kurigram	016*****834
323	ARIFUL ISLAM	Lakshmipur	013*****291
324	MD. ABDUL KARIM	Cumilla	018*****216

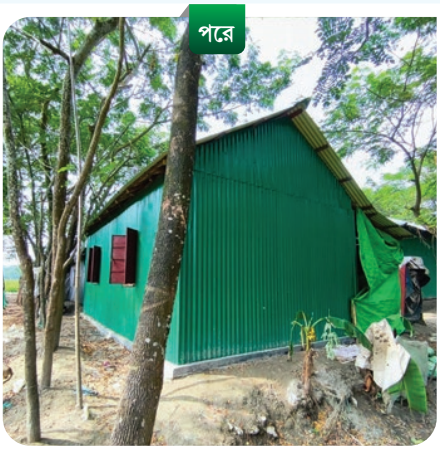
PCCM 6TH BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
601	ABDULLAH AL MAMUN	Cumilla	018*****611

তালিকার বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪–এর ঘরের অবশিষ্ট তালিকা





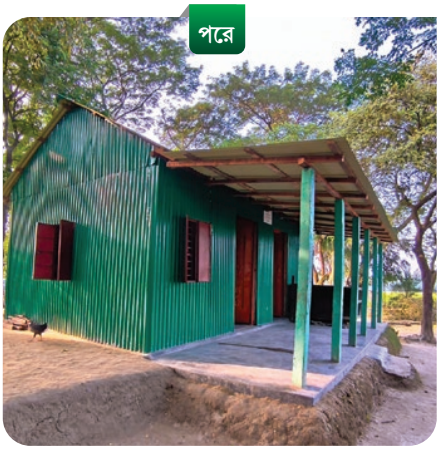
ঘর নং : ১৮০৫
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : সাজু বেগম
পেশা : শ্রমিক
মোবাইল : 017*****913
ঠিকানা : দোফাদার, নলচিরা, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫৩৮
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : আনোয়ার হোসেন
পেশা : অটো চালক
মোবাইল : 018*****576
ঠিকানা : আস্কা বাজার, বুড়ির চর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫৩৯
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মাহাফুজা খাতুন
পেশা : বিধবা
মোবাইল : 018*****560
ঠিকানা : পূর্ব বড় দেইল, বুড়ির চর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫৪০
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : বাহার উদ্দিন
পেশা : দিনমজুর (কৃষি)
মোবাইল : 016*****392
ঠিকানা : মোহাম্মদপুর, জাহাজমারা হাতিয়া, নোয়াখালী



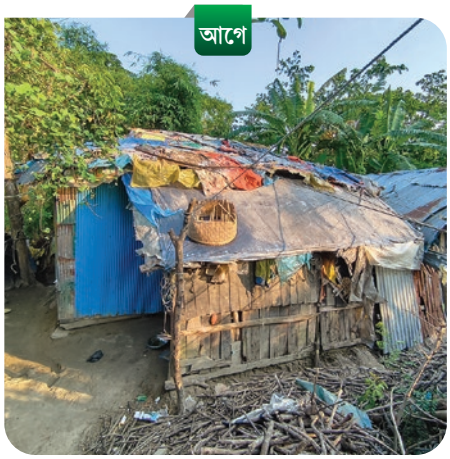


ঘর নং : ১৫৯৬
মোট খরচ : ২,০৯,৫১৩ টাকা
নাম : হুমায়ুন কবির
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 018*****898
ঠিকানা : পূর্বাচল, নিঝুম দ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫৯৮
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. সামছু উদ্দিন
পেশা : রিকশাচালক
মোবাইল : 016*****456
ঠিকানা : পূর্ব লক্ষ্মীদিয়া, চর ইশ্বর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫৯৯
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. নাজিম উদ্দিন
পেশা : বিধবা
মোবাইল : 018*****108
ঠিকানা : রাজের হাওলা, চর ইশ্বর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৬০০
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : ছায়েদুল হক
পেশা : কারিগর
মোবাইল : 018*****110
ঠিকানা : বাংলা বাজার, চর ইশ্বর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮০১
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মনোয়ারা বেগম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 018*****354
ঠিকানা : চর ইশ্বর, হাতিয়া, নোয়াখালী





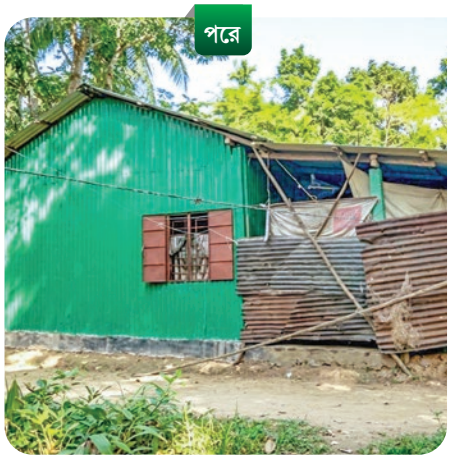
ঘর নং : ১৮০২
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. মফিজ উদ্দিন
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 018*****682
ঠিকানা : মোহাম্মদপুর,জাহাজমারা, হাতিয়া, নোয়াখালী





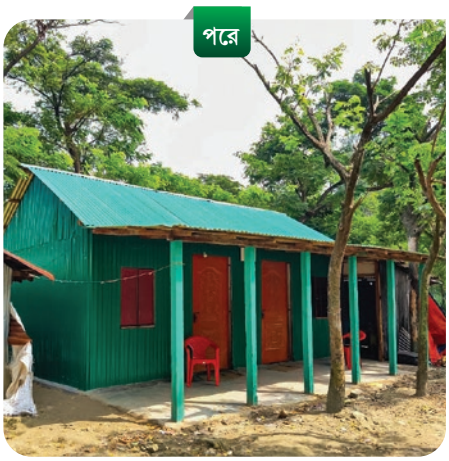
ঘর নং : ১৮০৩
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. এনায়েত হোসেনন
পেশা : রিকশাচালক
মোবাইল : 016*****880
ঠিকানা : মোহাম্মদপুর বাধ, জাহাজমারা, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮০৪
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : আব্দুর রহিম
পেশা : ইমাম
মোবাইল : 017*****229
ঠিকানা : চর কৌলাশ, পৌরসভা, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮০৬
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মাইন উদ্দিন
পেশা : চা দোকান
মোবাইল : 017*****914
ঠিকানা : চর আমানুল্লা, সুখচর, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৫০৭
মোট খরচ : ১,৮৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. আরিফ উদ্দিন
পেশা : বেকার (অসুস্থ)
মোবাইল : 018*****184
ঠিকানা : কালির চর, বুড়ির চর, হাতিয়া, নোয়াখালী





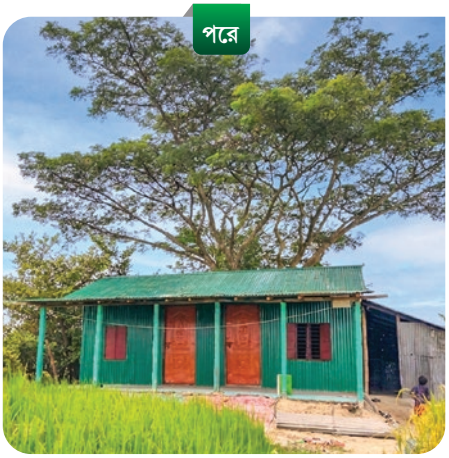
ঘর নং : ১৮০৮
মোট খরচ : ১,৯৩,৬৭৮ টাকা
নাম : মো. হাসান
পেশা : বেকার (ছেলের আয়)
মোবাইল : 017*****116
ঠিকানা : পশ্চিম ক্ষিরোদীয়া, তমরুদ্দিন, হাতিয়া





ঘর নং : ১৮০৯
মোট খরচ : ১,৮৬,০৮৮ টাকা
নাম : মনজু রাণী সাহা
পেশা : বিধবা
মোবাইল : 016*****974
ঠিকানা : টাংকি বাজার, হরণী, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮১০
মোট খরচ : ২,০৯,৫১৩ টাকা
নাম : মো. সমির উদ্দিন
পেশা : জেলে
মোবাইল : 018*****312
ঠিকানা : মুন্সি গ্রাম, নিঝুম দ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮১১
মোট খরচ : ১,৮৪,০৮৮ টাকা
নাম : মো. সেলিম উদ্দিন
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 018*****652
ঠিকানা : আদর্শ গ্রাম, হরণী, হাতিয়া নোয়াখালী





ঘর নং : ১৮১২
মোট খরচ : ২,০৯,৫১৩ টাকা
নাম : মো. নুর নবী
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 017*****044
ঠিকানা : পূর্বাঞ্চল, নিঝুম দ্বীপ , হাতিয়া, নোয়াখালী

স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প ২০২৬–এর অবশিষ্ট তালিকা



নাম	মো. আকমল হোসেন
উপকরণ	কাঠ ও ফার্নিচার বানানোর সরঞ্জাম
মোবাইল	017*****710
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	কাশেম কাজল
উপকরণ	হাঁসের খামার
মোবাইল	017*****065
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. মারুফ শাহরিয়ার
উপকরণ	দেশীয় মুরগী ও হাঁসের ফার্ম
মোবাইল	017*****125
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. লোকমান
উপকরণ	হোটেল
মোবাইল	017*****871
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	জাহিদ
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****685
ঠিকানা	খোদাতপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	আইয়ুব শেখ
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****968
ঠিকানা	সাগরপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	আব্দুল জলিল
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****361
ঠিকানা	সাগরপুর,ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	আলমগীর
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	017*****419
ঠিকানা	চকবামুনিয়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	নুরুল ইসলাম
উপকরণ	ভ্যান, কলা ও গরু
মোবাইল	013*****056
ঠিকানা	চকবামুনিয়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	সাব্বির খান
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	017*****541
ঠিকানা	খোদাতপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	শাহজামাল
উপকরণ	ভ্যান
মোবাইল	017*****666
ঠিকানা	চকবামুনিয়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	আরিফুজ্জামান
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****606
ঠিকানা	চকবামুনিয়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	আব্দুল আজিজ
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****400
ঠিকানা	নন্দনপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	সবুজ সরকার
উপকরণ	সুপারি
মোবাইল	019*****496
ঠিকানা	মধ্যবাসুদেবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	ববিতা আকতার
উপকরণ	গরু
মোবাইল	018*****149
ঠিকানা	মাকরাই, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	আলভী সিকদার
উপকরণ	ভ্যান ও কাপড় ব্যবসা
মোবাইল	017*****261
ঠিকানা	মাকরাই, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	বানু বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****965
ঠিকানা	মাকরাই, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	আবু সুফিয়ান
উপকরণ	মোবাইলের মেকানিক সামগ্রী
মোবাইল	017*****783
ঠিকানা	জগদল, হাটপুকুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	নজরুল ইসলাম
উপকরণ	চা ও কফি সামগ্রী
মোবাইল	019*****330
ঠিকানা	শান্তিবাগ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	মো. ওমর ফারুক
উপকরণ	চায়ের দোকান
মোবাইল	018*****511
ঠিকানা	সুজালপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।



নাম	মো: মিজানুর রহমান
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****583
ঠিকানা	মাকড়াই, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	মাজেদুল হক
উপকরণ	রসুন ও ঝালমুড়ি
মোবাইল	017*****553
ঠিকানা	কিসমত নসরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	জয়নাল আবেদীন
উপকরণ	রসুন
মোবাইল	017*****905
ঠিকানা	কিসমত নসরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মোসলেম উদ্দিন
উপকরণ	পাট ব্যবসা
মোবাইল	017*****453
ঠিকানা	নসরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মাইন উদ্দিন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****786
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	আরজিনা বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****730
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	মনিজা খাতুন
উপকরণ	ভ্যান ক্রয় (স্বামীর জন্য)
মোবাইল	017*****531
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	শওকত আলী
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****426
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	রেহানা
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****829
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	রাবেয়া বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	018*****498
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	নুর হোসেন
উপকরণ	পাট
মোবাইল	017*****537
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	পারুল বেগম
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	017*****846
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	মালেক ইসলাম
উপকরণ	কাপড়ের ব্যবসা
মোবাইল	017*****663
ঠিকানা	কুমড়িয়া, ভাবকী, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	সুফিয়া খাতুন
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	013*****133
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিবন্দর, দিনাজপুর।



নাম	আব্দুল জলিল
উপকরণ	ভ্যান
মোবাইল	017*****917
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	মো. মোশারফ হোসেন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****190
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	রফিকুল ইসলাম
উপকরণ	মুরগির ফার্ম ও গরু
মোবাইল	017*****674
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	কুলসুমা বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****395
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



নাম	মো. ইয়াকুব আলী
উপকরণ	ভাজাপোড়া বিক্রি
মোবাইল	018*****709
ঠিকানা	কেন্দুয়া মালিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	শাহারা বানু
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****364
ঠিকানা	আমবাড়ি, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	শহিদুল ইসলাম
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	017*****365
ঠিকানা	মুদিপাড়া, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	আমির হামজা
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	018*****158
ঠিকানা	ঘাশিপাড়া, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	হারেছা খাতুন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****477
ঠিকানা	মুদিপাড়া, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	রাশেদ ইসলাম
উপকরণ	সেলাই মেশিন ও গরু
মোবাইল	017*****006
ঠিকানা	নয়নপুর, চেহেলগাজী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	ছালমা খাতুন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****288
ঠিকানা	নয়নপুর, চেহেলগাজী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	হুসনা বানু
উপকরণ	চায়ের দোকান
মোবাইল	017*****291
ঠিকানা	এনায়েত পুর, পৌরসভা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	রুবিনা বেগম
উপকরণ	টেইলার্স ও ব্লক বাটিক সামগ্রী
মোবাইল	017*****833
ঠিকানা	রামনগর, পৌরসভা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	শহিদুল ইসলাম
উপকরণ	ভ্যান ও ফলের ব্যবসা
মোবাইল	017*****833
ঠিকানা	অপদা, পৌরসভা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	রাসেদা বেগম
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	013*****915
ঠিকানা	নয়নপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



নাম	আল আমিন
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	013*****093
ঠিকানা	নয়নপুর, চেহেলগাজী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	মিনি বেগম
উপকরণ	মুদি দোকান
মোবাইল	017*****857
ঠিকানা	প্রাণনাথপুর, পৌরসভা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	লুৎফর মন্ডল
উপকরণ	ভ্যান ও কলা
মোবাইল	017*****615
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



নাম	মালেক মিয়া
উপকরণ	ভ্যান ও কলা
মোবাইল	017*****715
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



নাম	হাসান আলী
উপকরণ	মাছের ব্যবসা ও ছাগল
মোবাইল	019*****522
ঠিকানা	নয়নপুর, চেহেলগাজী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর



নাম	মনিরুল বিশ্বাস
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****464
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	আব্দুল বারেক
উপকরণ	অটো রিকশা
মোবাইল	017*****310
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	বাবলু
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****469
ঠিকানা	মধ্যবাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	শওকত আলী
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****916
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	আব্দুল কুদ্দুস
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****566
ঠিকানা	চকবামুনিয়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	শহীদুল ইসলাম
উপকরণ	ভ্যান ও ছাগল
মোবাইল	017*****245
ঠিকানা	বাওপুকুর, পৌরসভা, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর



নাম	ইয়াকুব আলী
উপকরণ	ভ্যান ও ভাঙ্গারী
মোবাইল	017*****498
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. আব্দুর নূর
উপকরণ	কাপড়ের ব্যবসা
মোবাইল	017*****592
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	মো. আব্দুল আউয়াল
উপকরণ	কাঠ বিক্রি
মোবাইল	017*****374
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	ওয়াহেদ আলী
উপকরণ	ছাগল
মোবাইল	013*****182
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	আ. মান্নান
উপকরণ	ছাগল
মোবাইল	013*****623
ঠিকানা	নশরতপুর, নসরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



নাম	আ. হৃদয় হোসেন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****054
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর, দিনাজপুর



নাম	মো. হাসেম আলী
উপকরণ	ভ্যান ও ঝালমুড়ি
মোবাইল	017*****138
ঠিকানা	খোদাতপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
602	ABDUR RAHMAN	Dhaka	018*****239
604	ARAFAT HOSSAIN	Noakhali	016*****927
605	ARMAN	Narsingdi	017*****162
606	ASHRAFUL ISLAM	Brahmanbaria	017*****715
607	EPTEKHAR KAZI	Shariatpur	019*****554
608	JAHIDUL HOSHEN	Cumilla	018*****919
610	MAHMUDUL HAQUE	Habiganj	013*****821
611	MD APIK HASAN	Netrokona	015*****769
612	MD HABIBUR RAHMAN	Lakshmipur	016*****393
613	MD HANIF	Dhaka	018*****571
615	MOJJAMMEL HAQUE	Kishoreganj	019*****866
617	SHARIF UDDIN	Brahmanbaria	019*****835
618	SYED SIAM	Tangail	016*****281
619	TOWHID ISLAM	Noakhali	018*****638

WELDING & FABRICATION COURSE 2ND BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
201	MD MOHIUDDIN	Cumilla	018*****849
202	SIAM AHMED	Shariatpur	018*****525
203	MD SOHEL RANA	Chapainawabganj	017*****176
204	MD SABBIR	Faridpur	017*****158
205	SAHID HASAN BAPPI	Kishoreganj	017*****747
206	MUSA BAYATI	Pirojpur	013*****529
207	AKHLAK	Moulvibazar	013*****790
20	MD MASUM BILLAH	Chuadanga	017*****549
209	MD EASIN ARAFAT	Gazipur	016*****670
210	MD SAKIR ALI	Chapai Nawabgonj	017*****069
211	JAHID AHMED	Sunamganj	017*****188
212	ASHRAFUL ISLAM RIPON	Narsingdi	017*****152
213	MOHAMMAD YOUSUF FARHAN	Cumilla	016*****501
214	MD. MEHEDI HASAN	Barisal	016*****032
215	MD.MAMUN TALUKDER	Faridpur	017*****143
216	JUBAYAR HOSSAIN	Jhenaidah	017*****834
217	ZAHIDUL ISLAM	Dhaka	019*****550
218	MD SHAHIN MIA	Comilla	019*****121
219	ABDUL AZIZ	Noakhali	019*****516

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
220	SHAWON CHOWDURY	Patuakhali	015*****279
221	MOHAMMAD ALI ZINNAH	Lakshmipur	017*****314
222	AMINUL HAQUE	Chapainawabganj	017*****435
223	MD. ABDUL MUHIT	Manikganj	017*****031
224	MAINUL ISLAM	Kishorganj	016*****058

THE ART OF CREATION INFO 3RD BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
301	ABDUL MOHSEN	Dhaka	018*****352
302	MD. ASHIQUR RAHMAN	Jhalakathi	017*****300
303	JIBON CHAWDHURY	Dhaka	016*****094
304	NAZMUL KAYES	Dhaka	018*****777
305	ABDULLAH	Dhaka	016*****546
306	MD SUMON RARI	Patuakhali	016*****038
307	MD RAKIB MIA	Gaibandha	016*****804
308	MD YOUSUF ALI	Dhaka	017*****337
309	SAFAYAT HOSSAIN SAFI	Bhola	018*****612
310	SHADMAN SHAKIB	Mymensingh	019*****436
312	MD. ALMAS HOSSAIN	Pabna	017*****389
314	MIJANUR RAHMAN	Mymensingh.	017*****963
315	MD MAINUL ISLAM	Barguna	017*****274
317	MD.ABU BOKOR SIDDIK	Nilphamari	013*****686
318	MD NURUL AFCHAR KAWCHARE	Comilla	018*****767
319	MD ABDULLAH	Barishal	016*****913
320	MD JUBAYER ISLAM	Rangpur	019*****156
321	MD MANIK MIAH	Comilla	016*****491
322	MD RASEL	Barguna	017*****404
323	MD SAOKAT	Barguna	016*****370
324	ABDUL HASIB	Dhaka	017*****218
325	MD SHAKIL AHMED	Rangpur	017*****474
326	MD MIZANUR RAHMAN	Nilphamari	017*****601
327	IMTIAZ AHAMAD	Chittagong	018*****881
328	SAKIL HOSSAIN	Lalmonirhat	017*****740
329	ANAS AHMED	Cumilla	018*****974
330	ASHRAFUL ISLAM	Brahmanbaria	018*****726

TELESALES 1ST BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
101	MD. SHAHID ISLAM	Dinajpur	017*****966
102	SHAHRIAR NAFEES	Chandpur	017*****828
103	MD.BINOYAMIN	Mymensingh	017*****419
104	MD. NIYAMUL ISLAM	Bagerhat	016*****370
105	SAMIM MIA	Mymensingh	019*****923
106	ATIQUR ROHMAN TOMAL	Chapainawabganj	017*****213
107	MD ZUNAED AKHANDA	Mymensingh	015*****867
108	SAIFUL ISLAM	Noakhali	018*****130
109	MD HOSSAIN AHMED SAGOR	Jhenaida	019*****891
110	MD.MAHBUB ALAM RABBI	Chandpur	019*****301
111	KHAIRUL ISLAM	Nilphamari	018*****410
112	MD. TAHMID HOSSAIN FUAD	Jashore	014*****676
113	MD. FARUK HOSSEN	Rajshahi	017*****486
114	ABDUL KAIUM	Netrokona	017*****543
115	MD. RAKIB HASAN BHUIYAN	Brahmanbaria	015*****700
116	MARUF HASAN	Mymensingh	018*****060
117	MD MUJAHIDUL HOQUE MIR	Brahmanbaria	014*****038
118	MD PARVEZ	Barishal	017*****921
119	MD NASIM ALI	Dinajpur	017*****159
120	SHEKH TAMIM	Gazipur	019*****205
121	HASAN JAMIL	Cumilla	016*****183
122	MD : ABDUL SHAMIM	Gaibandha	018*****086
123	OMAR FARUK	Lakshmipur	016*****088
124	MD SABBIR HOSEN	Kushtia	019*****977
125	MD YAKUB	Cumilla	018*****656

THE ART OF SALES MARKETING 11TH BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
1101	JAFOR SIDDIK	Netrokona	013*****135
1103	MD KHALIL ULLAH	Chandanaish	018*****166
1104	MD SHAHADAT HOSSAIN SHANTO	Manikganj	018*****455
1105	MD. SHARIF HOSSEN	Bhola	016*****073
1106	MD. MASUM BILLAH	Barisal	017*****452
1108	RAZU AHMAD	Narail	016*****582

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
1109	SHAKIL ASH SHAABI	Pirojpur	016*****709
1112	SAFWAN SADI	Narsingdi	017*****989
1113	MD.HASAN MAHMUD	Kushtia	018*****255
1114	MD UNUS ALI	Bagerhat	018*****596
1115	OLIULLAH	Mymensingh	014*****379
1116	MUHAMMAD HIJBULLAH	Kishoreganj	016*****926
1117	MD ABDULLAH FARUK	Jashore	017*****268
1118	MD MERAJUL ISLAM	Shariatpur	015*****016
1119	MUHAMMAD REZUAN ISLAM ROKTIM	Jashore	017*****874
1120	MD ZAHID HASAN	Natore	015*****658
1123	MD MOKTADIR RAHMAN	Rajshahi	017*****106
1124	MD JAFOR SADIK REDWAN	Narsingdi	018*****099
1125	ABDULLAH	Feni	015*****880
1126	MD ASHRAF ALI	Sylhet	017*****160
1127	GAZI SHORIFUL ISLAM RAJU	Cumilla	018*****080
1128	MAHBUB ALALM	Narsingdi	018*****465
1130	MD.ABDULLAH MASRUR	Sylhet	018*****382
1131	SHAHIDUL ISLAM	Munshiganj	018*****330

AS-SUNNAH GULZAR BAHAR KHANAM DRIVING SCHOOL BATCH 13

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
1301	MD ABDUR RAHMAN SHIBLU	Bhola	019*****612
1302	MD JAHID HASAN IMON	Dhaka	016*****619
1303	FORHAD HOSSAIN	Cumilla	017*****145
1304	MD MIZANUR RAHMAN	Patuakhali	017*****102
1305	SHAKIB AL HASAN	Gazipur	019*****181
1306	ABU HANIFA	Mymensingh	019*****742
1307	MD MONIR UDDIN	Gaibandha	017*****013
1308	REZAUL KARIM	Lakshmipur	019*****768
1309	GAZI SAKIB	Patuakhali	017*****325
1310	MD MORSALIN	Sirajganj	017*****112
1311	MD NURNABI	Cumilla	016*****741
1312	MD RAYHAN UDDIN	Habiganj	019*****317
1313	ZAHIRUL ISLAM	Kishoreganj	017*****602
1314	NAIM UDDIN	Feni	016*****969
1315	MD SOAIB ALI	Munshiganj	018*****938

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময় এখনই



প্যাকেজ



১ টি কম্বল



১ টি হুডি



১ জোড়া মোজা



১টি শীতের টুপি

এক বা একাধিক পরিবারকে সহযোগিতা করতে প্যাকেজের দাম অনুপাতে বা সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে পারেন।

দান করতে স্ক্যান করুন

বছরঘুরে আবার আসছে শীত। কারও কাছে প্রিয় এই ঋতু, কারও কাছে ঘুরতে যাবার মৌসুম। কিন্তু শীত নিবারণের জন্য ন্যুনতম পোশাকও যাদের নেই, তাদের কাছে এ সময়টি শুধুই কষ্টের। জেকে বসা কুয়াশায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত ও শীতপ্রবণ এলাকার কনকনে ঠান্ডায় এই শ্রেণির মানুষগুলোর রাত যেন কাটতেই চায় না। তখন একটি কম্বল কিংবা উষ্ণ পোশাকই তখন হয়ে ওঠে স্বস্তির প্রধান অবলম্বন। শীতজনিত কষ্ট ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে তাদের জন্য কিছু করা শুধু সহায়তা নয় মানবিক দায়িত্বও বটে।

প্রতি বছরের মতো এবারও এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। 'শীতবস্ত্র বিতরণ প্রকল্প ২০২৬-২৭' শিরোনামে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পুরো মৌসুমজুড়ে দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ও উষ্ণতার সামগ্রী। এই মহৎ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারেন আপনিও।

২০১৮ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ পর্যন্ত দেশের ১ লাখ ৯২ হাজার ৭৩৮ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।